Vol. 6 | No. 2 | 1962

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাঙ্‌লা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন

Volume	6
Issue	2
Year	1962
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল
Published online	December 16, 1962
DOI	10.62328/sp.v6i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v6i2.2
Pages	72-124
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাঙ্‌লা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন

Check for updates

শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল

[তিন]

খ

খইরৎ — খয়ের এবং খয়রাৎ দ্রষ্টব্য।

খছলৎ — খসলৎ দ্রষ্টব্য।

খজানা, খাজনা — কর, রাজস্ব। আ, খিজানহ — ধনাগার। খাজাঞ্চি, খতাঞ্চি — ধনরক্ষক। আ.+তুর্কী, খিজান্+চী। —খানা — ধনাগার; খানা দ্রষ্টব্য। তু: মাণিক চন্দ্র রাজার গান: দেড় বুড়ি কড়ি লোকে খাজনা যোগায়। পু: অন্নদামঙ্গল: আর রামা বলে সই এ বুঝি উত্তম। খাজাঞ্চি আমার পতি সবারই অধম॥ আবার, পঞ্চভূত: খাজাঞ্চিখানা নহবৎ বাজাইবার স্থান নহে। অথবা, গোরা: এখন মহিম পিতার মুরুব্বিদের অনুগ্রহে সরকারি খাতাঞ্চিখানায় খুব তেজের সঙ্গে কাজ চালাইতেছে।

খঞ্চা — খানা দ্রষ্টব্য।

খৎ — চিঠি, পত্র, দলিল। আ. খত্ — পত্র, লেখা। বদখৎ — কদাকার বা কদাকার হস্তাক্ষর; বদ ও দস্তখৎ দ্রষ্টব্য। তু: গড়-শ্রীখণ্ড: পরে সমাচার এই, তুমি খৎ পাইয়াই চলিয়া আসিবা। পু: মা. চ. রাজার গান: এই খৎ তুলিয়া নটীর হস্তত দিল। আবার, পদামৃত মাধুরী, গোবিন্দদাস: খৎ রইল তব হাতে, খাতক হইল নন্দসুতে, — খত ছাড়াই বল কিসে দেখি। অথবা, অন্নদামঙ্গল: গিয়া তিন কাল, শেষে এই হাল, — খত বা নাকে লিখিব। তুলনীয়: নাকে খত।

খৎবা — খুতবা দ্রষ্টব্য।

খৎরা — বিপদ, ভয়, ভুল। আ. খত্‌রহ। তু: চি. প. স. চিত্র: কোন কাজে খতরা করি তৎক্ষনাৎ মাহিনা বাজেআপ্ত করিয়া লইবেন। পুঃ: স. ব. উপাখ্যান: প্রথম যুক্তি ফিদা হুসেনের জিন্দিগীর খতরা আছে, সুতরাং ইলাজ ভাল করতে হলে হাসপাতালে ব্যবস্থা করা দরকার।

খতম— সমাপ্ত, নিহত, মৃত। আ. খতম্ — সমাপ্তি। তুঃ হা. তা. কেচ্ছা (সৈ. হামজা): কালুর কথায় ফের খেচিনু কলম। আল্লা যদি করে পুথি করিব খতম॥ পুঃ অপসরণ: হয় আমি ওকে খতম করব, নয় ওই আমাকে খতম করবে।

খতা, খাতা — ত্রুটি, ভুল, পাপ। আ. খত্বা। —গুণা — ভুলত্রুটি। গুনা দ্রষ্টব্য। তুঃ বিপ্রদাস পিপলাই: কাজি মজলিস করি, কেতাব কোরান ধরি, —খাতাগুনা তজবিজ করে।

খতা, খাতা — লাইন, শ্রেণী। আ. খত্ব্। তুঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শা: লোকেরা খাতায় খাতায় বাড়ি বাড়ি পূজো দেখে বেড়াচ্চে।

খতাঞ্চি — খজানা দ্রষ্টব্য।

খতান, খতিয়ান, খতেন — হিসাব-বিচার, পরীক্ষা। আ. খত্ব্ (খৎ ও খাতা দ্রষ্টব্য) হইতে বাংলা ক্রিয়া সম্পাদন। তুঃ চার অধ্যায়: অবশেষে খতেনের খাতায় আগুন লাগিয়ে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করো না, ভায়া। পুঃ ঐ: তার বাজারদর খতিয়ে লোভ করবার মন আমার নয়।

খদ্দর, খরিদ্দার — খরিদ দ্রষ্টব্য।

খন্‌কার — খোন্দকার দ্রষ্টব্য।

খন্দ, খন্দক — গর্ত, গহ্বর। আ. খন্দক্। তুঃ সা. বি. গোলাম: পুকুর-ডোবা, খানা-খন্দ বুজিয়ে খেলার মাঠ হলো। পুঃ রূপরাম: দিশা করে চৌদিগ রাখিনু কোনখানে। পগার খন্দক খালে খোঁজে চারি পানে॥

খন্নাস, খান্নাস — কুমন্ত্রণাকারী। আ. খন্নাস্। তু: কাব্য — আমপারা: কুমন্ত্রণাদানকারী খন্নাস শয়তান। মানব-দানব হতে চাহি পরিত্রাণ॥

খপর — খবর দ্রষ্টব্য।

খপসুরৎ — খুবসুরৎ দ্রষ্টব্য।

খফা, খাপা, খাপ্পা — ক্রোধ, ক্রুদ্ধ। অ. খফ্‌হ — অবরুদ্ধ (ভারতে সাধারণতঃ ক্রোধ অর্থে ব্যবহৃত; তুলনীয় সং—ক্ষিপ্ত)। তুঃ বউ ঠাকুরাণীর হাট (রবীন্দ্র): মহারাজা খাপা হইয়া উঠিয়াছিল। পুঃ ঐ, বাল্মীকি প্রতিভা: হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড় একী ব্যাপার। আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নস্ত এমনি যে আকার॥

খবর, খপর — সংবাদ। আ. খবর্। — দার — সাবধান; —ই— সতর্কতা। ফা. দার্ এবং — ঈ। খবরগীর — সংবাদ বাহক; — ই — তত্ত্বাবধান

গোপন-সংবাদ। ফা. গীর্ এবং — ঈ। তুঃ বিপ্রদাস ঃ সেইখানে গেল ভাঁড় কান্দিয়া বিকল। তসলিম করিয়া কহে খবর সকল॥ পুঃ শ্রীকথামৃত, ২ ঃ কেউ গিয়ে মঠে খপর দিলে, তোমাদের একজন সাধুকে একজন জমিদার ভারি মেরেছে। আবার, রবীন্দ্র, শারদোৎসব ঃ না, না, খবরদার বলছি, সে-সব না। বা, ঐ, চতুরঙ্গ ঃ তিনি যে আমার দেখাশুনা খবরদারি করিবেন সে ভার তাঁর উপরে নাই।

খবাশ, খাওয়াস, খাবাস—ভৃত্য, তত্ত্বাবধায়ক। আ. খ্বাস্ — বিশেষ জন। তুঃ রায়মঙ্গল ঃ ঢাল তরআর দিয়া খাওআসের হাতে। কামান তরকচ নিল পরিপূর্ণ সাথে॥ পুঃ ঐ ঃ গীরিদা হেলান গা, মউর পুচ্ছের বা, —খাবাসে তুলিয়া দেয় পান।

খবিশ — পাজী, প্রতারক, কৃপণ। আ. খবীস্। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ আরে রে খবিস, তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত।

খমক — খঞ্জনী, ছোট তবলা। ফা. খুমক্ বা খুম্মক্। তুঃ কৃত্তিবাস ঃ টমক খমক তাসা শুনিতে রসাল।

খমিরা — খামিরা দ্রষ্টব্য।

খয়র, খয়ের — ভাল, শুভ। আ. খয়র্।—আৎ — দান বা শুভকর্ম। আ. বহু বচনের চিহ্ন। খয়ের খা — শুভাকাঙ্ক্ষী, তোষামোদকারী। ফা. খ্বাহ — খ্বাস্তন্ (ইচ্ছা করা) ক্রিয়ার ক্রিয়াবিশেষ্য। তুঃ পূ. গীতিকা, ২ ঃ এই বিয়া করাইতে মোর নাহি লয় দিলে। খয়ের না হইব জান্য এই বিয়া করাইলে॥ পুঃ মা. চ. রাজার গান ঃ সঙ্কীর্তন রাজা করিবার লাগিল। সাত গোলা ধান খয়রাত করিল। অথবা, চাচা কাহিনী ঃ চাচা ছিলেন দানে-খয়রাতে হাতেম তাই। বা, অমৃত বসু, একাকার ঃ আমি নিতান্ত কোম্পানীর খয়ের-খাঁ ভক্ত।

খয়রাফিয়ৎ — মঙ্গল, শান্তি। আ. খয়র্ ব 'আফিয়ৎ — মঙ্গল ও শান্তি। তুঃ ভা. স. মুক্তাবলী, সারিগান ঃ মহম্মদ মদিনা সহরে বাদশা হয়েছিল। বন্দার খয়রাফিয়তে কোরান বানাইল॥ পুঃ প্রা. বা. প. সঙ্কলন ঃ খয়েরাফিয়ৎ লিখিয়া খুসী করিবে।

খরগোশ — শশক। ফা. খর্গূশ্। তুঃ যোগাযোগ ঃ কোনো এক সময় খরগোশ কিংবা পায়রা এতে রাখা হত।

খরচ, খরচা — ব্যয়। বাজে খরচ — বাজে দ্রষ্টব্য। ফা. খর্চ্। তুঃ জামাই বারিক ঃ এমন জোরের কিলগুণো বাজে খরচ হইয়া গেল।

খরপোষ — খোর দ্রষ্টব্য।

খরবুজ, খরমুজ, —আ — ফুটি জাতীয় সুস্বাদু ফল বিশেষ। ফা. খর্‌বুজহ। তুঃ দ্বিজ বংশীবদন ঃ তার পাছে খরমুজ বদরী শ্রীফল। পুঃ নৌক ডুবি ঃ সেই চরে চাষারা স্থানে স্থানে গোধূম চাষ করিয়াছে এবং স্থানে স্থানে তরমুজ ও খরমুজা লাগাইতেছে।

খরাব, খারাপ, খারাব — মন্দ, উৎসাহহীন। আ. খরাব.,। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ দশ আদমির নজদিগে বলে মোই তোমাকে খারাব করলাম। পুঃ অপসরণ ঃ মার জন্য তার মন খারাপ। আবার, শিশু ভোলানাথ ঃ এমন যে ঘোর মন-খারাপি, বুকের মধ্যে ছিল চাপি।

খরিতা — ব্যাগ বা ছোট থলে। আ. খরীত্বহ।

খরিদ — ক্রয়। ফা. খরীদ্‌। —আ — কেনা। ফা. -হ। খরিদ্দার, খরিদার, খদ্দের — ক্রেতা। ফা. খরীদার্‌। খরিদগী, খরিদিগী — ক্রয়। ফা. খরীদ্‌গী। —দাদ — ক্রয়জনিত ভূমি। ফা. দাদ্‌ — দান, ন্যায়পরায়ণতা ; দাদ দ্রষ্টব্য। তুঃ রাজসিংহ ঃ পরিচয় দিও, ইনি দারাসেকোর খরিদা বাঁদী। পুঃ অপসরণ ঃ যতরকম গাইয়ে বাজিয়ে তার খরিদ্দার। আবার, রবীন্দ্র, সমূহ ঃ এবং খরিদ্দারদিগকে বলপূর্বক বিলাতি জিনিষ খরিদ করিতে নিরস্ত করা হইয়াছে। অথবা, চাচাকাহিনী ঃ অচেনা খদ্দের ঢুকলে তার সামনে ব্যস্ত-সমস্ততার ভান করত। বা, চি. প. স. চিত্র ঃ খরিদিগী দাদে বিশুশ্যামি লিখিতং শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ সম্মনঃ।

খলল — ক্ষতি, বিশৃঙ্খলা। আ. খলল্‌। —আন্দাজ — ক্ষতিকারক ; আন্দাজ দ্রষ্টব্য। তুঃ প্রা. বা. প. সঙ্কলন ঃ দেওআন মজকুর তোমার নিমকহারামী করিয়া খলল আন্দাজ হইয়াছে।

খলিপা, খলিফা — দরজী, মুসলিম সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। আ. খলীফহ — (হজরত মুহম্মদের) উত্তরাধিকারী। তুঃ রবীন্দ্র, হাস্যকৌতুক ঃ খলিফাজি, যাও কোথায়। আমার গায়ের মাপটা নেও। পুঃ ইসলাম প্রসঙ্গে ঃ খলিফাগণও অনেকে ছিলেন নিরামিষাশী — তাঁদেরও খাদ্য ছিল ঋষিদেরই মতই — রুটি আর খেজুর। আবার, দ্বিজ বংশীবদন ঃ খলিফা দেওআন কাজি খোজার প্রধান। তার সনে সাজি আইল হাজার পাঠান। অথবা, বিপ্রদাস ঃ শিখাএ নামাজ অজু, সদাই মক্তবে রুজু, — নিরন্তর খলিপা জোগান।

গোপন-সংবাদ। ফা. গীর্ এবং — ঈ। তুঃ বিপ্রদাস ঃ সেইখানে গেল ভাঁড় কান্দিয়া বিকল। তসলিম করিয়া কহে খবর সকল॥ পুঃ শ্রীকথামৃত, ২ ঃ কেউ গিয়ে মঠে খপর দিলে, তোমাদের একজন সাধুকে একজন জমিদার ভারি মেরেছে। আবার, রবীন্দ্র, শারদোৎসব ঃ না, না, খবরদার বলছি, সে-সব না। বা, ঐ, চতুরঙ্গ ঃ তিনি যে আমার দেখাশুনা খবরদারি করিবেন সে ভার তাঁর উপরে নাই।

খবাশ, খাওয়াস, খাবাস—ভৃত্য, তত্ত্বাবধায়ক। আ. খ্বাস্ব্ — বিশেষ জন। তুঃ রায়মঙ্গল ঃ ঢাল তরআর দিয়া খাওআসের হাতে। কামান তরকচ নিল পরিপূর্ণ সাথে॥ পুঃ ঐ ঃ গীরিদা হেলান গা, মউর পুচ্ছের বা, —খাবাসে তুলিয়া দেয় পান।

খবিশ — পাজী, প্রতারক, কৃপণ। আ. খবীস্। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ আরে রে খবিস, তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত।

খমক — খঞ্জনী, ছোট তবলা। ফা. খুমক্ বা খুম্মক্। তুঃ কৃত্তিবাস ঃ টমক খমক তাসা শুনিতে রসাল।

খমিরা — খামিরা দ্রষ্টব্য।

খয়র, খয়ের — ভাল, শুভ। আ. খয়র্।—আৎ — দান বা শুভকর্ম। আ. বহু বচনের চিহ্ন। খয়ের খা — শুভাকাঙ্ক্ষী, তোষামোদকারী। ফা. খ্বাহ — খ্বাস্তন্ (ইচ্ছা করা) ক্রিয়ার ক্রিয়াবিশেষ্য। তুঃ পূ. গীতিকা, ২ ঃ এই বিয়া করাইতে মোর নাহি লয় দিলে। খয়ের না হইব জান্য এই বিয়া করাইলে॥ পুঃ মা. চ. রাজার গান ঃ সঙ্কীর্তন রাজা করিবার লাগিল। সাত গোলা ধান খয়রাত করিল। অথবা, চাচা কাহিনী ঃ চাচা ছিলেন দানে-খয়রাতে হাতেম তাই। বা, অমৃত বসু, একাকার ঃ আমি নিতান্ত কোম্পানীর খয়ের-খাঁ ভক্ত।

খয়রাফিয়ৎ — মঙ্গল, শান্তি। আ. খয়র্ ব 'আফিয়ৎ — মঙ্গল ও শান্তি। তুঃ ভা. স. মুক্তাবলী, সারিগান ঃ মহম্মদ মদিনা সহরে বাদশা হয়েছিল। বন্দার খয়রাফিয়তে কোরান বানাইল॥ পুঃ প্রা. বা. প. সঙ্কলন ঃ খয়েরাফিয়ৎ লিখিয়া খুসী করিবে।

খরগোশ — শশক। ফা. খর্গুশ্। তুঃ যোগাযোগ ঃ কোনো এক সময় খরগোশ কিংবা পায়রা এতে রাখা হত।

খরচ, খরচা — ব্যয়। বাজে খরচ — বাজে দ্রষ্টব্য। ফা. খর্চ্। তুঃ জামাই বারিক ঃ এমন জোরের কিলগুলো বাজে খরচ হইয়া গেল।

খরপোষ — খোর দ্রষ্টব্য।

খরবুজ, খরমুজ, —আ — ফুটি জাতীয় সুস্বাদু ফল বিশেষ। ফা. খর্‌বূজহ। তুঃ দ্বিজ বংশীবদন ঃ তার পাছে খরমুজ বদরী শ্রীফল। পুঃ নৌক-ডুবি ঃ সেই চরে চাষারা স্থানে স্থানে গোধূম চাষ করিয়াছে এবং স্থানে স্থানে তরমুজ ও খরমুজা লাগাইতেছে।

খরাব, খারাপ, খারাব — মন্দ, উৎসাহহীন। আ. খরাব., । তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ দশ আদমির নজদিগে বলে মোই তোমাকে খারাব করলাম। পুঃ অপসরণ ঃ মার জন্য তার মন খারাপ। আবার, শিশু ভোলানাথ ঃ এমন যে ঘোর মন-খারাপি, বুকের মধ্যে ছিল চাপি।

খরিতা — ব্যাগ বা ছোট থলে। আ. খরীত্বহ।

খরিদ — ক্রয়। ফা. খরীদ্। —আ — কেনা। ফা. -হ। খরিদ্দার, খরিদার, খদ্দের — ক্রেতা। ফা. খরীদার্। খরিদগী, খরিদিগী — ক্রয়। ফা. খরীদ্‌গী। —দাদ — ক্রয়জনিত ভূমি। ফা. দাদ্ — দান, ন্যায়পরায়ণতা ; দাদ দ্রষ্টব্য। তুঃ রাজসিংহ ঃ পরিচয় দিও, ইনি দারাসেকোর খরিদা বাঁদী। পুঃ অপসরণ ঃ যতরকম গাইয়ে বাজিয়ে তার খরিদ্দার। আবার, রবীন্দ্র, সমূহ ঃ এবং খরিদ্দারদিগকে বলপূর্বক বিলাতি জিনিষ খরিদ করিতে নিরস্ত করা হইয়াছে। অথবা, চাচাকাহিনী ঃ অচেনা খদ্দের ঢুকলে তার সামনে ব্যস্ত-সমস্ততার ভান করত। বা, চি. প. স. চিত্র ঃ খরিদিগী দাদে বিশুশ্যামি লিখিতং শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ সম্মনঃ।

খলল — ক্ষতি, বিশৃঙ্খলা। আ. খলল্। —আন্দাজ — ক্ষতিকারক ; আন্দাজ দ্রষ্টব্য। তুঃ প্রা. বা. প. সঙ্কলন ঃ দেওআন মজকুর তোমার নিমকহারামী করিয়া খলল আন্দাজ হইয়াছে।

খলিপা, খলিফা — দরজী, মুসলিম সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। আ. খলীফহ — (হজরত মুহম্মদের) উত্তরাধিকারী। তুঃ রবীন্দ্র, হাস্যকৌতুক ঃ খলিফাজি, যাও কোথায়। আমার গায়ের মাপটা নেও। পুঃ ইসলাম প্রসঙ্গে ঃ খলিফাগণও অনেকে ছিলেন নিরামিষাশী — তাঁদেরও খাদ্য ছিল ঋষিদেরই মতই — রুটি আর খেজুর। আবার, দ্বিজ বংশীবদন ঃ খলিফা দেওআন কাজি খোজার প্রধান। তার সনে সাজি আইল হাজার পাঠান। অথবা, বিপ্রদাস ঃ শিখাএ নামাজ অজু, সদাই মক্তবে রুজু, — নিরন্তর খলিপা জোগান।

খসম — স্বামী। আ. খস্বম্। তুঃ পূঃ গীতিকা, ২ঃ বয়স হইল কন্যার না হইল সাদি। করত বিয়া মনের মতন খসম পায় যদি॥ পুঃ রাজসিংহঃ এখন খসম থাকে, খসমের কাছে যাও।

খসম—শত্রু। খুসমি—রাগান্বিত। আ. খস্ব্ম্—শত্রু বা খিশম—ক্রোধ। তুঃ — ঘনরাম চক্রবর্তীঃ প্রেতভূত পিশাচী, ধাওয়া ধাই ধুমসী, — খুসমী রণে দিল হানা।

খসড়া, খসরা — প্রথম লিপি, সংক্ষিপ্ত লেখন। আ. ক্বস্ব্রা—সংক্ষেপ। তুঃ খেয়া, মেঘঃ ওদের হিসেব পাকা খাতায়, আলোর লেখা কালো পাতায়, — মোদের তরে আছে কেবল খসড়া।

খসলত, খছলৎ — স্বভাব, অভ্যাস। আ. খস্ব্লৎ। তুঃ রঙ্গবাহারঃ বাপ আর দোন চাচা, খছলৎ আদৎ আচ্ছা, নেকি ছাড়া নাহি করে ব'দি।

খাই, খাঁই — ইচ্ছা, প্রবৃত্তি। ফা. খ্বাহ, খ্বাহী বা খ্বাহান্। তুঃ বা. প্রবাদ ঘরে নাই, তাই বড় খাঁই। পুঃ মহানিশাঃ ভাল ঘর, সৎ পাত্র, খাঁইও হিসাব মত ধরলে খুব বেশী নয়। অথবা গড়-শ্রীখণ্ডঃ নগদ দামে, রেহানে, খাইখালাসী বন্দোবস্তে চৈতন্য সাহারা চাষীদের দশআনা জমি গ্রাস করেছে।

খাইস — খাহেস দ্রষ্টব্য।

খাওআস — খবাশ দ্রষ্টব্য।

খাওন্দ, খামিদ — প্রভু, স্বামী। ফা. খাব্ন্দ্। তুঃ দ্বিজ বংশীবদনঃ খাওন্দ তোমারে মানি, খোদার সমান জানি। পুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলনঃ আমি আর এ দেশে তিষ্ঠীতে পারি না, সাহেব আমার খামিদ।

খাঁ — খান দ্রষ্টব্য।

খাঁজা — খানা দ্রষ্টব্য।

খাক, খাখ, খাগ — ধূলা, মাটি। ফা. খাক্। —সার — বিনম্র, ভৃত্য, পাকিস্তানি সৈন্য বিশেষের নাম। ফা. খাক্সার — নম্র। খাকি — ধূলাসদৃশ। ফা. খাকী। তুঃ আ. ঘ. দুলালঃ গ্রামটাকে তো পুড়িয়ে খাক্ করলে। পুঃ কাছাছোল আম্বিয়াঃ সাএরের কথা কিছু শোনহ আগাম। গোনাগার খাকছার রেজাউল্লা নাম॥ অথবা, চার অধ্যায়ঃ খাকি রঙের শার্ট পরা।

খাছিয়ৎ — খাসিয়ৎ দ্রষ্টব্য।

খাজনা — খজানা দ্রষ্টব্য।

খাজা — এক প্রকার মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বিশেষ। ফা. খাজ্‌হ — মিশ্রিত বা রসাল। তুঃ কৃত্তিবাস ঃ কলাবড়া তালবড়া আর ছানাবড়া। ছানাভাজা খাজাগজা জিলেপি পাঁপড়া॥

খাজা, খোজা, খোআজ — প্রভু, মহান ব্যক্তি। ফা. খ্বাজহ। খোজা দ্রষ্টব্য। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪ ঃ আচমানের অবস্থা দেখি মাথা নাহি থির। কেরামত করে বুঝে খোআজ খিজির॥

খাতা, খিতা, কিতা — ভূমির অংশ। আ. খিত্বহ। কিতা দ্রষ্টব্য।

খাতা — হিসাবের বহি, লিখিবার খাতা। আ. খত্ব্‌ বা ইহার বহু বচন খত্ব্‌হা। খত দ্রষ্টব্য। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ মুহুরিরা বসিয়া খাতা লিখিতেছে। পুঃ ব্যথার দান ঃ তবুও এই সাতটা দিন মনের কথাগুলো খাতার কাগজগুলোকে না জানাতে পেরে জানটাকে কি ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল।

খাতা — খতা দ্রষ্টব্য।

খাতাঞ্চি — খজানা দ্রষ্টব্য।

খাতির — হৃদয়, স্মরণ, শ্রদ্ধা, মনোযোগ। আ. খাত্বির্‌ — হৃদয়। —জমা —সুখী, প্রশান্তি। আ. খাত্বির্‌জম্‌'অ। —দারি — আরাম, উৎসাহ। ফা. -দারী —নদারদ, —নাদারৎ — নিশ্চিন্ত। ফা. নদারদ্‌— সে (চিন্তা) করে না। — রেয়াৎ — রেয়াৎ দ্রষ্টব্য। তুঃ লোক রহস্য ঃ তোমার খাতিরে একখানা বাঙ্গালা বই পড়িব। পুঃ দ্বিজ বংশীবদন ঃ আসিয়া গোয়াল যত, আমারে চোরের মত, —মারিয়াছে না করি খাতির। আবার, শব্দতত্ত্ব ঃ কেবল দেখিয়াছি, শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার রচিত বাংলা ব্যাকরণে বাংলা ভাষার বাংলা ও সংস্কৃত দুই অংশকেই খাতির দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অথবা, চি. প. স. চিত্র ঃ দুই এক স্থানে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু স্থির হয় নাই — না পাইলে খাতির্জামা হয় না। বা, ঐ ঃ তাহাতে হুজুরের মরজী হইয়া জেমত খাতির্দারি আইসে ইহা আরজ নিবেদন। শিবরাম চক্রবর্তী ঃ বেশ খাতির-নাদারৎ ভাব। পুঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শা ঃ বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেছেন খাতির নদারৎ।

খাতুন — মহিলা, মুসলিম নারীর উপাধি। ফা. খাতূন। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪ ঃ পানির সঙ্গে তেল মিশে না চিনির সাথে নুন। এছাকের সঙ্গে তেমনি আমিনা খাতুন।

খাতেম — সমাপ্তি। আ. খাতিম্। তুঃ ইসলাম প্রসঙ্গেঃ আর ওর পাঠ যদি খাতেম না হয়ে খতমই হয়, তা হলেও সহজজ্ঞানে এই বুঝি—রসুল আর হজরত মহম্মদ-প্রতীকে আবির্ভূত হবেন না।

খাতেমা — সমাপ্তিসূচক। আ, খাতিমহ। তুঃ কৃষ্ণকান্তের উইল ঃ শেষে তিনি আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেমা রিপোর্ট দাখিল করিলেন।

খাদেম, খাদিম — ভৃত্য, চাকর। —উল ইসলাম — ইসলাম ধর্মানুগত বা বিনত। তুঃ আরোগ্য নিকেতন ঃ তুই বেটা বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড়, পীর চেয়ে খাদিম জিন্দে — সকাল থেকে পাঁচবার বলেছি তামাক দিতে; গ্রাহ্যই করলি না। পুঃ কাব্য — আমপারা ঃ —আরজ ইতি — খাদেমুল ইসলাম — নজরুল ইসলাম।

খান, খাঁ — উপাধি বিশেষ, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সম্বোধন পদ। ফা. খান্। — বাহাদুর — একটি সম্মানজনক উপাধি; বাহাদুর দ্রষ্টব্য। তুঃ কৃত্তিবাস ঃ কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া। রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া।

খান্‌কি — বেশ্যা, পাপজন্ম। ফা. খানগী — গৃহ সম্বন্ধীয়। তুঃ শ্রীকথামৃত ২ ঃ খান্‌কি পর্যন্ত খাইয়ে দিলে! এখন কিন্তু পারি না। পুঃ বা. প্রবাদ ঃ কালো বামুন, কটা শূদ্দুর, বেঁটে মুসলমান। খানকীর পুত, পুষ্যিপুত্র, পাঁচ বেটাই সমান॥

খানা — গৃহ, স্থান। ফা. খানহ। — খারাব, খানে-খারাব — ধ্বংস, নষ্ট। ফা. খানহ-খরাব্ বা খানহ-ই-খরাব্। —জাদ — ভৃত্যপুত্র। ফা. জাদ্। — তল্লাস —ঘর- খোঁজ বা গুপ্তানুসন্ধান; তল্লাস দ্রষ্টব্য। — সুমারি—জনসংখ্যা, Census; সুমার দ্রষ্টব্য। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ চেলা খানেজাদ যত কে করে গণন। পুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন ঃ আমার রাইয়ত আমলা লোক সকলকে লুটতরাজ করিয়া আমার মলুক খানে খারাপ করিল। অথবা, অপসরণ ঃ তার হুঁস হলো যখন পুলিসের লোক তার ঘরে ঢুকে খানাতল্লাসী করে গেল।

খানা—খাদ্য, আহার-পাত্র। ফা, খ্বান্। খঞ্চা, খাঞ্চা, খুঞ্চা, খাঞ্জা—কাঠের বড় আহার পাত্র। ফা, খ্বান্‌চহ—ছোট আহার-পাত্র। খান্‌পোষ বা খাঞ্চাপোষ—আহার পাত্রাবরণী। ফা, খ্বান্‌পোশ্ বা খ্বান্‌চহপোশ্। তুঃ গোরা ঃ খুঞ্চের উপর জল খাবার ও চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া চাকরের হাতে দিয়া সুচরিতা ছাতে আসিয়া বসিল। পুঃ ময়নামতীর গান ঃ আলওআ চাউল কুলপিত বলা নিল সেবার লাগিয়া। নারঙ্গি কমলা লৈল খাঞ্চায় ভরিয়া।

খানখা, খানাকা—খাম্‌কা দ্রষ্টব্য।

খান্দা—রক্তপাত। ফা, খূন্-দিহ। তুঃ কৃত্তিবাস ঃ খান্দা নাকে ধান্দা লেগে রক্ত পড়ে স্রোতে। ওষ্ঠাধর রাক্ষসীর ভিজিল শোনিতে॥

খান্দান—পরিবার বা বংশ। -ই—ভদ্রকুলজাত। ফা, খান্‌দান ; -ঈ। তুঃ রিক্তের বেদন ঃ তখন সবাই একবাক্যে বলে বেড়াতে লাগল যে, বুনিয়াদে খান্দানে এমন একটা খট্‌কা, এও কি কখন হয়? পুঃ চাচাকাহিনী ঃ খানদানী ঘরের মেয়ে।

খান্সামা—পাচক। ফা, খান্‌সামান্—গৃহ তত্ত্বাবধায়ক। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ বড় মানুষের খানসামারা মধ্যে মধ্যে বে-আদব হয়। পুঃ অপসরণ ঃ সেখানে তিনিই র‍াঁধুনী, তিনিই খানসামা।

খাপা, খাপ্পা—খফা দ্রষ্টব্য।

খাব—খোআব দ্রষ্টব্য।

খাব—খুব দ্রষ্টব্য।

খাবাস—খবাশ দ্রষ্টব্য।

খাম—আচ্ছাদনী। ফা, খম্—(পত্রের) ভাজ। তুঃ মা. চ. রা. গান ঃ খাম খুলিয়া লেখন পড়িবার লাগিল। অকারণ করিয়া পাখী কান্দিবার লাগিল॥

খাম—কাঁচা, অনিপুণ ; যেমন খামখেয়াল—অনিপুণ ইচ্ছা বা চঞ্চল চিত্ত ; খেয়াল দ্রষ্টব্য। ফা. খাম্। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ খামখেয়ালি লোকের দণ্ডে দণ্ডে মত ফেরে। পুঃ কবি কঙ্কণ চণ্ডী ঃ শাক বাগুন সার-কচু, খাম-আলু কিনে কিছু, —বিশা দুই তিন কিনে লুন। আবার, প্রা. ক. গান (রাম বসু) ঃ হরির সকল ভক্তে সমান দয়া, এর সে বিষয়ে অনেক খাম। অথবা, প্র. না. ঠাকুর ঃ যথারীতি খামি খামি মাংস কেটে শূলে বিঁধলুম।

খাম্‌কা, খামকা, খানাখা, খানখা—অনর্থক, মিছামিছি। ফা. খ্‌বাহ মখ্‌বাহ অথবা খ্‌বাহ নখ্‌বাহ (ইচ্ছা কর বা না কর)। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ যাতে করে খাম্‌কা বেশী জানাজানি না হয়। পুঃ পূ. গীতিকা, ৪ঃ তার কইন্যা আমিনারে খামকা যে চাই। বাঁচাও আমারে গুণী আগুন নিবাই॥ আবার, অবিশ্বাস্য ঃ অথচ এতো কিছু খুদার খামাখা আজগুবি সমাধান নয়। অথবা, শীতলামঙ্গল ঃ খামুকা গলিএ পড়ে দুই পয়োধর। দিগম্বরী শয্যায় অবশ কলেবর॥ বা, বিষবৃক্ষ ঃ তা আমি খানখা তার মন্দ করিতে চাই না, কিন্তু যদি তার মন্দ করিলে আমার ভাল হয়, তবে তা না করি কেন?

খামচা, খামচি—নখাঘাত, নখদ্বারা আঁচড়ান। আ. খম্‌স্‌ (স্ত্রী) বা খম্‌সহ (পু)—পাঁচ (অর্থাৎ পঞ্চ নখের কাজ) ; তুলনীয় পাঞ্জা ঃ পাঞ্জা দ্রষ্টব্য। তুঃ নাগিণী কন্যার কাহিনী ঃ পৃথিবীর মাটি যেন তার হারিয়ে যাচ্ছে, দুহাতে খামচে মাটির বুক সে আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

খামসা—পাঁচ। আ. খম্‌সহ। খামচা দ্রষ্টব্য। তুঃ প্রেমসতী ঃ হায়স খামসার মুখে লাগাম দিলায় না। দেহার মাঝে কালাচান্দ তারে চিন না।

খামি—গহনার পুঁটে ; ময়দা মজাইবার উপকরণ। ফা. খামী—ক্রটি ; খাম দ্রষ্টব্য। ফা. খমীরহ—মজানর কাজ ; খামিরা দ্রষ্টব্য।

খামিরা, খাম্বিরা, খমিরা—মসল্লাযুক্ত সুগন্ধ তামাক বিশেষ, পচান বা মজান। ফা. খমীরহ ; খামি দ্রষ্টব্য। তুঃ বঙ্কিম, গদ্য-পদ্য ঃ নাচে বিবি নানা ছন্দ, সুন্দর খামিরা গন্ধ,—গম্ভীর জীমূতমন্দ্র হুঙ্কার গর্জন।

খায়েস—খাহেশ দ্রষ্টব্য।

খারিজ—বাতিল, ত্যাগ। -আ—পরিত্যক্ত। খারিজ দাখিল—এক প্রজার জমি অপরের নামে পরিবর্তন ; দাখিল দ্রষ্টব্য। আ. খারিজ্‌, -হ। তুঃ সধবার একদশী ঃ আমি ঘটিরাম ফরিয়াদীর মোকদ্দমা খারিজ করে দিলুম। পুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ কেহ বলে আমার জমির খারিজ দাখিল হয় নাই।

খালা—মাসী বা মামী। আ. খালহ। -ত—মামাত ; খালু দ্রষ্টব্য। তুঃ পূঃ গীতিকা, ২ ঃ ফরিদ বলিল—খালা, শুন মন দিয়া। আমার যে দোস্ত এজন নাম নিজামিয়া॥ পুঃ বিষবৃক্ষ ঃ তাহার নানার খালা মাঝির মেয়ে ছিল, তিনি সেই গর্বে মাঝিগিরির উমেদার হইয়াছিলেন।

খালাস—স্বাধীন, মুক্ত। আ. খলাস্‌। -ই, যেমন খালাসি জমিন ; জমিন দ্রষ্টব্য। খাই-খালাসি—ইচ্ছামুক্ত ; খাই দ্রষ্টব্য। তুঃ ঘনরাম ঃ ভাগ্যবতী রঞ্জারাণী আর কর্ণসেনে। মহারাজা খালাস করিল সেইক্ষণে॥ পুঃ গল্পগুচ্ছ (মাল্যদান) ঃ সেই পথ দিয়া বোঝাই-খালাস গোরুর গাড়ি মন্দ গমনে গ্রামের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে।

খালাসী—(ভারতীয়) জলসৈন্য, জাহাজের কুলি। আ. খলহ—দাঁড় ; এবং তুর্কী চী—ধারক ; অর্থাৎ মাঝি। তুঃ গোরা ঃ কাহাকেও বা খালাসী ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে।

খালি—শূন্য, শুধু। আ. খালী। তুঃ মা. চ. রা. গান ঃ আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে। পুঃ পূ. গীতিকা, ২ ঃ খালি হাত দেখাইয়া কান্দে ডিঙ্গাধর। কড়ার ভিক্ষুক আমি তোমার চাকর॥ আবার, রাধিকামঙ্গল ঃ গোধুলি সময়ে গেলা নন্দের আলয়। কৃষ্ণনাম খালি সদা স্মরণ করয়॥ অথবা, রাজর্ষি ঃ এমন সময়ে কেমন করিয়া প্রহরীদের হাত এড়াইয়া খালি-পায়ে একটি ছোট ছেলে সভায় প্রবেশ করিল।

খালু—মাতুল। ফা. খাল্‌ ঃ খালা দ্রষ্টব্য। তুঃ দ্বিজ বংশীবদন ঃ তাহার খালাত ভাই নাম হাজি মিঞা।

খাস—বিশেষ, নিজস্থ। আ. খাস্‌। -কেল,-খেল—উপাধি বিশেষ; সৈন্য বিভাগের বিশেষ কর্মচারী। আ. খৈল্‌-সৈন্য। -তালুক—তালুক দ্রষ্টব্য। -নবিশ—উপাধি বিশেষ, নিজস্থ সম্পাদক বা লেখক (Private Secretary); নবিশ দ্রষ্টব্য।—বরদার—নিজস্ব বাহক; বরদার দ্রষ্টব্য। —মহল—নিজস্ব কুঠরী, জমিদারের কর্তৃত্বাধীন জমি বিশেষ; মহল দ্রষ্টব্য। তুঃ পরশুরাম, কৃষ্ণমঙ্গল ঃ চিরৎকালের ঘাটখানি খাশের আমার। যেহি নায় কত শতো লোক করি পার॥ পুঃ ঘরে বাইরে ঃ এ গেল আমার খাসের কথা। অথবা, রক্তকরবী ঃ তার তো দেখি আর-কোনো কাজ নেই, যখন-তখন প্রভুদের খাস মহলে যাওয়া-আসা চলছেই। বা, বঙ্কিম, বিবিধ প্রবন্ধ ঃ খাস মহল যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে রোডফণ্ড দিতে হয়। পুঃ বা. প্রবাদ ঃ খাস তালুকের প্রজা।

খাসা—বিশেষ, মহৎ, সুন্দর, সৎ। —ঈ—বেশ। আ. খাস্‌, খাস্‌হ; খাস্বীয়হ। খাস দ্রষ্টব্য। তুঃ কৃত্তিবাস ঃ রাজা গৌড়েশ্বর দিলা প্রসাদি এক ঘোড়া। পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাসা এক জোড়া॥ পুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ খাসা গোল্লা। অথবা, রবীন্দ্র, প্রায়শ্চিত্ত ঃ পাঠান। বাহবা। খাসী।

খাসি, খাঁসি—কর্তিতমুষ্ক (ছাগ)। আ. খস্ব-স্বী। তুঃ বিজয়গুপ্ত ঃ মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল। ছাল খসাইয়া রান্ধে বুড়া খাসির তেল॥ পুঃ কবি-কঙ্কণ চণ্ডী ঃ নিয়োজিয়া জনে জনে, ধেনু মহিষ কিনে, —বলদ করভ কিনে খাসী। অথবা, পুঃ গীতিকা, ৪ ঃ পোলাও কোর্মা তৈয়ার করিল। পাঠা খাঁসী বহুত মারিল॥

খাসিয়াৎ, খাছিয়ৎ—বিশেষত্ব, নিজস্ব গুণ। আ. খাস্বীয়ৎ। তুঃ ভবানী দাস, গোপীচন্দ্রের পাঁচালী ঃ শুন বাপু চারি জাতি নারীর লক্ষণ। যার যেই খাছিয়ৎ কহিমু এখন॥

খাস্তা—বিকৃত, গলিত, নষ্ট। ফা. খাস্তহ—মজান। তুঃ রেজাউল ঃ সাধক দারাশিকোহ ঃ তাঁহারা অনুবাদের অনুবাদ তস্য অনুবাদ পড়িয়া সাত নকলে আসল খাস্তা করিয়া দেন।

খাস্তা—বাঞ্ছিত, উত্তম। ফা. খ্বাস্তহ। তুঃ মহানিশা ঃ দেখো বাছা খুব যেন খাস্তা হয়, একটু বরং নুনের ছিটা দাও, তাতে আরো বেশ হবে।

খাহেশ, খায়েস, খাইস—ইচ্ছা। ফা. খ্বাহিশ্। তুঃ আমীর হামজা ঃ না পারিনু এড়াইতে লোকের খাহেশ। গাঁথিনু কবিতা আমি ভাবিয়া বিশেষ॥ পুঃ জহুরা নামা ঃ হামেশা খায়েস রাখে, জেদ করে কহে মোকে,—এই পুথি রচনা করিতে।

খিজাব—খেজাব দ্রষ্টব্য।

খিজালত—খেজালৎ দ্রষ্টব্য।

খিতাব, খেতাব—সম্মানজনক উপাধি। আ. খিত্বাব। তুঃ পূ. গীতিকা, ২ ঃ মসনদ আলী খিতাব দিয়া দিল বাইশ পরগণা। বাইশ পরগণার মালিকী দিল দশ হাজার টাকা খাজানা॥ পুঃ রবীন্দ্র, ভারতবর্ষ ঃ এবং লোকহিতৈষিতা এখন লোককে ছাড়িয়া রাজদ্বারে খেতাব খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

খিদমত, খেদমৎ, খেজমৎ—চাকরী, দাসত্ব, পরিচর্যা। আ. খিদ্মৎ। —গার,-কার—চাকর, সেবক। ফা. —গার্। তুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ পরে করি গেল সুখ, আমার কপালে দুখ, ধন্যরে কোটালি খেদমত। পুঃ তারাশঙ্কর, মাটি ঃ ওহি লোকের খিদমত খাটব। অথবা, পূ. গীতিকা, ২ ঃ পঞ্চনা বেঞ্জুনের ভাত রান্ধিলেক মায়। খেজমত করিয়া মায় পুত্রেরে খাওয়ায়॥ বা, ঐ ৪ ঃ লোক লোস্কর আরে ভাই খেজমতকার না যায় গণন। হাতী ঘোড়া লাখ বিলাখ শুন সভাজন॥ আবার, যোগাযোগ ঃ হিষ্টিরিয়াওয়ালী মেয়ের খেদমদগারি করবার ফুরসত আমার নেই, এই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।

খিমা—তাঁবু। আ. খীমহ। তুঃ জিঞ্জির ঃ আমি শুধু হায় রোগ-শয্যায় বাজু কামড়ায়ে মরি। দানাপানি নাই পাতার খিমায় নির্জীব আছি পড়ি।

খিরকা—খিলকা দ্রষ্টব্য।

খিয়ানৎ, খ্যানৎ—প্রতারণা, অসাধুতা। আ. খিয়ানৎ। তুঃ নাগিনী কন্যার কাহিনী ঃ ডোঙ্গাটা ঘাটে এসে লাগতেই সে বললে—ঘাটে ধেয়ান না কর্যা তু ডাঙ্গায় বস্যা থাকলি? খ্যানৎ করলি।

খিরাজ, খেরাজ—কর, খাজানা। আ. খরাজ্‌। তুঃ পূ. গীতিকা, ২ঃ তারপরে দাউদ খাঁ গৌড়ের মালিক হইল। গর্ব কইরা দিল্লীর খেরাজ বন্ধ করিল॥

খিলকা, খিরকা—এক প্রকার ধর্মীয় পোষাক। আ. খিরক্বহ। তুঃ গোপীচন্দ্রের গানঃ আড়াই হাত ফাড়ি রাজার পরিবাস সাজাইল। সোয়া তিন হাত কাপড় ফাড়ি রাজার খিল্কা বানাইল॥

খিলাৎ, খেলাৎ, খেলোআৎ—সম্মানজনক পোষাক। আ. খিল্‌'অৎ্‌। তুঃ ভারতচন্দ্রঃ বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চীরা। মানিক কলগী তোরা চকমকে হীরা॥ পুঃ দুর্গেশনন্দিনীঃ রাজাও তাঁহাদিগকে বহুবিধ সম্মান করিয়া সকলকে খেলোয়াৎ দিয়া বিদায় করিলেন।

খিলাফৎ, খেলাফৎ—হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবোধক একটি সংস্থা। আ. খিলাফৎ—উত্তরাধিকার, খলিফার কাজ; খলিফা দ্রষ্টব্য। তুঃ কালান্তর, সমস্যাঃ খেলাফতের ঠেকো-দেওয়া সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

খুআর—খোআর দ্রষ্টব্য।

খুঞ্চি—খঞ্চার ক্ষুদ্রতাবোধক শব্দ; খানা দ্রষ্টব্য।

খুতবা, খোতবা, খৎবা—ধর্ম সংস্থা হইতে জনসাধারণকে উপদেশ; রাজার মঙ্গলার্থে মসজিদ হইতে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা। আ, খুত্‌বহ। তুঃ পূ. গীতিকা ৩ঃ খোতবা পড়াইবার পরে, তুলা-কন্যা নিল ঘরে,—মিলিলেক যেন রবিশশী।

খুন—রক্ত, হত্যা। ফা. খূন্‌। —ঈ—হত্যাকারী। খুন্‌খার, খোঁকার, খোঁখর—রক্তপিপাসু। ফা. খূন্‌-খ্বার। খুন খারাবি—রক্তপাত, নিষ্ঠুরতা। ফা. খূন্‌-খরাবহ। তুঃ কবিকঙ্কণ চণ্ডীঃ তোর দুঃখ দেখিয়া পাঞ্জরে বিন্ধে ঘুন। আজি তো লহনা তোরে করিবেক খুন। পুঃ যোগাযোগঃ খুন-জখম থেকে মামলা উঠিল। অথবা, কৃত্তিবাস, রামায়ণ (অরণ্যকাণ্ড)ঃ রাঙ্গা দুই আঁখি তার খোঁখর হৃদয়। বনজন্তু ধরে মারে কারে নাহি ভয়॥ বা, চাচা কাহিনীঃ পুলিস লেলানো, খুনখারাবী সব কিছুই করতে প্রস্তুত। আরার, গোবিন্দ দাস, করচাঃ অবশেষে সকলে খুনাখুনি করিবারে প্রস্তুত হইল।

খুনা, খুনিয়া—খোনা দ্রষ্টব্য।

খুব, খাব, খাপ, খপ—ভাল, সুন্দর, বেশ, বেশী। ফা. খূব—ভাল। —সুরৎ—সুন্দর, সুশ্রী চেহারা। আ. স্বূরৎ। —ই,—ঈ—ভদ্রতা। ফা. খূবী। তুঃ

শ্রীকথামৃত, ১ঃ আজ আমার খুব দিন। পুঃ কমলাকান্তের দপ্তরঃ কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, "বহুত খুব।" অথবা, অপসরণঃ সাবাস কমরেড। খুব খাটছ তুমি। এই তো চাই। বা, রবীন্দ্র, ভারতবর্ষঃ খরচ খুব বেশী হইবে না। জামাই বারিকঃ মারি—খুব করি। পুঃ পূ. গীতিকা, ২ঃ খুবছুরৎ কইনা আমার মমিনা খাতুন। আমি কই তার সঙ্গে সাদির কারণ॥ অথবা, চাচা কাহিনী সিংহ হিসাবে খাবসুরৎ, কিন্তু দুলহা হিসাবে না-পাস। বা, মানিক পীরের গীতঃ খুবি চাও উঠে যাও দরজা ছাড়িয়া। বসিয়া রহিলে কেন কিসের লাগিয়া॥

খুরমা, খোরমা—আরবী খেজুর। ফা. খুর্মা। তুঃ গোবিন্দ দাস, করচাঃ চিনাচুর খুরমার লাড্ডু আর গজা। আঁধসা পিষ্টক পুলি রসপূর গজা॥ পুঃ পূ. গীতিকা, ৩ঃ সোন্দরী ভেলুয়া সেই দিন করিল কি কাম। খোরমা খাজুর লইল কিসমিস বাদাম॥

খুরা—খোরা দ্রষ্টব্য।

খুরি—ক্ষুদ্র মাটির পাত্র; খোরার ক্ষুদ্রতাবোধক শব্দ; খোরা দ্রষ্টব্য। তুঃ কবিকঙ্কণ চণ্ডীঃ কাঁসারী পাতিয়া শাল, ঝারি খুরি গড়ে। পুঃ লোচনদাসঃ না লয় মোর ঘটিবাটী, না লয় মোর খুরি। যে ঘরেতে সুন্দরী বৌ, সেই ঘরেতে চুরি॥

খুরি—খাদ্য, আহার্য। ফা. খুরী; খোরাক দ্রষ্টব্য। তুঃ মিড় গমক মূর্ছনাঃ "আজ্ঞে হা দাদা! কি গু-খুরিই করেছি বিয়ে করে।"

খুলসা—খোলসা দ্রষ্টব্য।

খুস, খোস—সুখী, ভাল। ফা. খুশ্। —কবালা—সম্পূর্ণ স্বত্ব বিক্রয় পত্রঃ কবালা দ্রষ্টব্য। —কবুলতিঃ কবুল দ্রষ্টব্য। —খত—স্বেচ্ছায় দানপত্র, সুন্দর হস্তাক্ষর; খত দ্রষ্টব্য। —খবর—সুসংবাদ; খবর দ্রষ্টব্য। —খেয়াল—আমোদে; খেয়াল দ্রষ্টব্য। —তবিয়ৎ—সুস্থ মন; তবিয়ৎ দ্রষ্টব্য। —নবিশ—সুলেখক বা পাকা লিপিকর; নবিশ দ্রষ্টব্য। —নাম—সুনাম বা সুখ্যাতি। —বাই, —বয়—সুগন্ধ; বয় দ্রষ্টব্য। —বুদার—সুগন্ধযুক্ত, সৌরভিত। ফা. খুশ্‌বুদার্। —মেজাজ—প্রফুল্ল চিত্ত; মেজাজ দ্রষ্টব্য। —রোজ—আনন্দ বা উৎসবের দিন; রোজ দ্রষ্টব্য। —হাল, খোসাল বা খোশ বাহাল—সুখী; হাল ও বহাল দ্রষ্টব্য। —আমোদ—প্রশংসা। ফা. খুশ্-আমদ্। তুঃ পূ. গীতিকা, ২ঃ খুশে নাহি যায় যদি কি করিব তার। বান্ধিয়া লইব তবে হুকুম আমার॥ বা, ঐঃ মুখখানি হাসিখুশী মন খানি বিষ। আড়-নয়নে চাইয়া মোরে করলে হার-দিশ॥

পুঃ ধূপছায়া ঃ আপনার জানটা অকারণে খুশ হয়ে যাবে। অথবা, কৃত্তিবাস ঃ নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল। খুসি হইয়া মহারাজ দিল পুষ্পমাল॥ আবার কমলে কামিনী নাটক ঃ এমন খোসখত আর কে লিখতে পারে। পুঃ বা, প্রবাদ ঃ খোশ খবরের ঝুটাও ভাল। অথবা, খেয়া, মেঘ ঃ আদি অন্ত হারিয়ে ফেলে, সাদা কালো আসন মেলে, —পড়ে আছে আকাশটা খোশ খেয়ালি। বা, কমলাকান্তের দপ্তর ঃ সুতরাং শশি, পূর্ণশশি, আমি তোমাকে ইংরেজি মতে শী স্থির করিয়া খোশ বাহালে, সুস্থ শরীরে. খোশ তবিয়তে ইচ্ছা পূর্বক বিবাহ করিলাম। —আমার দপ্তরের জন্য আপনি খোসনবীশ মহাশয়কে কি দিয়াছিলেন বলিতে পারি না। আবার, পুঃ গীতিকা, ৪ ঃ পুষ্প তোলে মালা গাঁথে এহি মাত্র কাম। রাজার আন্দরে হইল মালীর খোসনাম॥ ঢেঁাড়াই চরিত মানস ঃ বাঁধ এখন বাড়িতে বসে বসে রং বেরঙের খুশবুদার ফুলের তোড়া। পুঃ বঙ্কিম, গদ্য-পদ্য ঃ চল চল ধনি আমার মন্দিরে—আজি খোসরোজ সুখের দিন। অথবা বিপ্রদাস ঃ খোসাল হইল গোরা মিনা অতিশয়। হাতে ধরি কাচ-পোকা লইল তথায় ॥ আবার, কমলা কান্তের দপ্তর ঃ আমি রাজা না খোসামোদে, না জোয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক যে, আমাকে পলিটিক্স লিখিতে বলেন? বা, পূ. গীতিকা, ২ ঃ ভগীরথে চিন্তা ভালা কত যতন কইরে। খোসামোদ কইরা রাখে গৌড়ের সরে (শহরে)॥

খুস্‌কী, খুশকি, খুষকি—মাথার শুক্‌না চামড়া। ফা. খুশ্‌কী—শুষ্কতা। তুঃ সতি বত্তির উপন্যাস ঃ তা ছাড়া ছেলেদের কান কট্‌ কট্‌ আছে, দাঁত কন্‌ কন্‌ আছে, মেয়েদের চুলের খুশকি আছে, আর আছে দাস কর্তার যৌবনকে ধরে রাখবার প্রচেষ্টায় সতুবত্তির সাহায্য।

খেজমত—খিদমত দ্রষ্টব্য।

খেজাব, খিজাব—চুল রং করার এক প্রকার তৈল। আ. খিজ্বাব.। তুঃ নজরুল, চন্দ্রবিন্দু ঃ বাবু দেন মেখে দাড়িতে খেজাব, মিঞা চৈতনে তৈল। চার চোখ করে আড়া চোখাচোখি, কি মধু মিলন হইল।

খেজালত, খিজালৎ—লজ্জা, কষ্ট। আ. খিজালৎ। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ অত খেজালৎ আর না টানায় প্রাণে। সোয়ারী পাঠাইব বল কালুকা বিয়ানে॥ পুঃ ধূপছায়া ঃ একাউন্টেন্টের অর্ধেক সময় যায় পাঁচ টাকাকে একত্রিশ ভাগ করে দুই কিম্বা তিন দিয়ে গুণ করার খেজালতী কর্মে।

খেতাব—খিতাব দ্রষ্টব্য।

খেদমত—খিদমত দ্রষ্টব্য।

খেম্‌চা—ছোট তবলা। ফা. খুম্‌চহ (তুলনীয় খমক)। তুঃ কৃত্তিবাসঃ ঢেমচা খেমচা বাজে পাখোজ পিনাক। সহস্র সহস্র বাজে নিশাচরী ঢাক॥

খেয়াল—কল্পনা, ইচ্ছা। আ. খয়াল্‌। খামখেয়াল—খাম দ্রষ্টব্য। খুস খেয়াল ও বদ খেয়ালঃ খুশ ও বদ দ্রষ্টব্য। —ই—কল্পনা সুলভ। তুঃ চতুরঙ্গঃ সেটা আমরা খেয়াল করি নাই॥

খেরাজ—খিরাজ দ্রষ্টব্য।

খেলাৎ—খিলাত দ্রষ্টব্য।

খেলাপ, খেলাফ, খিলাফ—অন্যথা ভাব, বিরুদ্ধ আচরণ। আ. খিলাফ্‌। তুঃ যোগাযোগঃ ক্ষতির আশঙ্কায় কথা খেলাপ করবার লোক সে নয়। পুঃ অবিশ্বাস্যঃ কিন্তু যাকে নিয়ে এ সব কথা হয়, তাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করাটা ইংরেজের অভ্যাস নয় এবং এটিকেটের খেলাফ। অথবা, ইসলাম প্রসঙ্গেঃ এ অস্তির অস্তিত্ব যদি একমাত্র রহমান খোদাই হয়, তবে তো আর ঐ কাঠখোট্টা জান-খেলাপী দ্বন্দ্বের আস্তিন-গোটানর জায়গাই নাই।

খেলাফৎ—খিলাফৎ দ্রষ্টব্য।

খেস, —ই—নিজ, আত্মীয়। —আলা—আত্মীয়তা। ফা. খ্‌বীশ্‌। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪ঃ মায় বাপ ছল্লা করি কি কাম করিল। খেসীর বাড়ীত যাইব বলি ঘরর বাহির হইল॥ পুঃ আ. ঘ. দুলালঃ তেনার সাতে খেসী কামে কি ফায়েদা? অথবা, মৈ, গীতিকাঃ দেওয়ানে বাসয়ে ভাল পুত্রের সমান। খেসালা করিতে তার মনে হইল টান॥

খেসারৎ—ক্ষতি, অনিষ্ট। আ. খসারৎ। —ই—ক্ষতির মূল্য। তুঃ সা. বি. গোলামঃ আমাদের আবার ক্ষতি কী? কিন্তু বাবুকে খেসারত দিতে হবে। পুঃ বা. প্রবাদঃ খাজনাও নেবে, খেসারতও নেবে।

খোআজ—খাজা দ্রষ্টব্য।

খোআব, খাব—নিদ্রা, নিদ্রিত অবস্থায় বিষয়ানুভাব। ফা. খ্‌বাব্‌ (তুঃ সং স্বপ্ন)। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪ঃ এক নিশাকালে নছর খোআব দেখিল। আমিনা আসিয়া যেন ছামনে খাড়া হইল॥ পুঃ ব্যথার দানঃ কি সব ভুল বকছিলাম এতক্ষণ? ঠিক যেন খোওয়াব দেখছিলাম, না?

খোআর, খুআর—নীচতা, হতভাগ্য। —ই,—ঈ—নীচ, হতভাগা। ফা. খ্বার্—নীচ, হতভাগা। —ঈ—নীচ, হতভাগ্য। তুঃ সা. বি. গোলাম ঃ শেষে কহিল—শতেক খোয়ারীর জন্যে আমার মরেও শান্তি নেই মা, কবে মরবি তুই? পুঃ বিষবৃক্ষ: তোমায় যেন যম না ভোলে! পোড়ার মুখি, আবাগি, শতেক খোয়ারি!

খোঁখর—খুন দ্রষ্টব্য।

খোজা—খাজা দ্রষ্টব্য।

খোজা, খাজা—নপুংসক, দেহরক্ষী। আ. খ্বাজহ-সরা (ঘরের তত্ত্বাবধায়ক) বা ফা. খোজহ। তুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ দেব-দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায়। স্ত্রী পুরুষ বিনা কোথায় সন্তান খোজায়॥ পুঃ ধর্মরাজের গীত: আশি হাজার খোজা সাজে বুকে লম্বা দাঁড়ি। মাথায় শোভিত টয়া সোনার পাগড়ী॥

খোতবা—খুৎবা দ্রষ্টব্য।

খোদ—স্বয়ং, নিজ। ফা. খুদ্। —কস্তা—ভূস্বামীর অধীনে যে প্রজা নিজ গ্রামে চাষ করে। ফা. খুদ্-কস্তহ—নিজে কর্ষিত। —কারি—নিজে করণ। ফা. খুদ্-কারহ বা —কারী। —গরজ—নিজ স্বার্থ; গরজ দ্রষ্টব্য। মারফত খুদ বা গুজরৎ খুদ—স্বয়ং নিজে; মারফৎ ও গুজরাৎ দ্রষ্টব্য। তুঃ রজনী ঃ বুঝিলাম চাঁপা খোদ। আদর করিয়া বসিতে বলিলাম। পুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ এক্ষণে গাঁতি অর্থাৎ খোদকস্তা প্রজা এত ও পাইকস্তা এত। অথবা, অ. কু. সেনগুপ্ত, ক্ষতিপূরণ ঃ "যদি খোদকারিতেও খোদা তবে কেন মিছে খোদ কারি?" আবার, প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন ঃ খোদ গরজ লোকের অত্যাচারে আমার কার্য ফেরার হইতেছে।

খোদা—ভগবান। ফা. খুদা। —তালা—সর্বশক্তিমান ভগবান। আ. ত'আলা। —বন্দ—প্রভু। ফা. বন্দ্। তুঃ বিজয়গুপ্ত ঃ কাজির প্রতাপে বেটার বড় অহঙ্কার। খোদা খোদা বলি যায় ঘট ভাঙ্গিবার॥ পুঃ বা. প্রবাদ ঃ ঠেলাঠেলির ঘর, খোদায় রক্ষা কর। অথবা, পূ. গীতিকা, ৩ ঃ দাসী কহে, "শুন কন্যা খোদা তালার ভুল। সদাইগরের হাতের মাঝে নাইরে আঙ্গুল॥ আবার, পঞ্চভূত ঃ যতই 'যো হুজুর খোদাবন্দ' বলিয়া হাত জোড় করিবে, ততই তাহার প্রতাপ বাড়িয়া যাইবে।

খোনা, খুনা, খুনিয়া—নাকি সুরের গান। ফা. খুনিয়া—গান। তুঃ শরৎচন্দ্র, চিঠিপত্র ঃ কেবল সাবান পাউডার আর জামা কাপড়ের দ্বারা, আর নাকি খোনা গলায় যতদূর চলে।

খোন্দকার, খনকার—মুসলমানদের উপাধি বিশেষ; পাঠকবৃত্তি। ফা. খ্বান্দহ-কার—পাঠকবৃত্তি। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ ঃ কলেমা শাদত পড়ে মোল্লা খোন্দকার। দেখিয়া আজিম তখন করে হাহাকার॥ পুঃ দ্বিজ বংশীবদন ঃ খন্‌কার রফিক সাজে মিনা কাজির ভাই।

খোন্দল, খোঁদল—গর্ত, কোণকানাচ। ফা. কন্দহ—গর্ত (তুলনীয় খন্দক্‌ ঃ খন্দ দ্রষ্টব্য)। তুঃ মৈ. গীতিকা, ঃ ঘরের খোন্দলে কারকুন ভাবে মনে মনে। বেইজ্জতের পর্‌তিশোধ লইবাম কেমনে॥

খোবানি, খুবানি—এক প্রকার আরব-জাত শুষ্ক ফল। ফা. খুবানী। তুঃ ফররুখ আহমদ, আকাশ নাবিক ঃ বাদাম খোবানি বনে কেটেছে তোমার দিন, হে পাখি শুভ্র তনু।

খোর—খাদ্য, অভ্যস্ত। ফা. খূর্‌—খুর্দান্‌ (খাওয়া) ক্রিয়ার কর্তৃত্ববাচক বিশেষ্য। —আক, -ই—খাদ্য, আহার-সামগ্রী। ফা. খূরাক্‌। —পোষ—খাদ্যবস্ত্র। ফা. খূর্‌ ব পূশ্‌। তুঃ ইশারা ঃ (সে) মালিকের বিচার করে না, যদি খোরাকী পায়। পুঃ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ঃ খোরপোশের জন্য সামান্য কিছু মাসহারা বরাদ্দ।

খোরমা—খুরমা দ্রষ্টব্য।

খোরা, খুরা—মাটির পাত্র। ফা. খূরহ। খুরি দ্রষ্টব্য। তুঃ মারুতির পুঁথি ঃ পুরু পুরু সর, খামা খামা দৈ। খোরাখুরি কলাপাতা ছোলাভাজা খৈ।

খোরাক—খোর দ্রষ্টব্য।

খোলসা, খোলাসা, খুলসা—সহজভাবে, পরিষ্কৃত, স্পষ্টতা। আ. খুলাস্বহ—মূল বিষয়। তুঃ কাব্য-আমপারা ঃ খোলাসা (গ্রন্থের সূচীপত্র হিসাবে ব্যবহৃত)। পুঃ মৈ. গীতিকা ঃ আরও লোক জানিবারে চাহিত খোলসা। যতই জিজ্ঞাসা করে তত করে গুসা॥ অথবা, প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন ঃ দেওয়ান মগুবের কি তকসির এবং আপনে ঐ তকসিরের কি তজবিজ করিয়াছেন তাহার খোলাসা কীছু লিখেন নাই।

খোশ—খুস দ্রষ্টব্য।

খ্বাজা—খোজা দ্রষ্টব্য।

ঃ গ ঃ

গইবি — গায়বি দ্রষ্টব্য।

গউর — গওর দ্রষ্টব্য।

গওআ — গাওআ দ্রষ্টব্য।

গওর, গউর — যত্ন, চেষ্টা। আ. ঘউর — চিন্তা। তুঃ চি. প. স. চিত্রঃ আমার নসিবের গরদৌসে কিছু গওর না করিয়া হুজুরে কি প্রকার রেপর্ট (report) করিয়াছেন তাহা আমাকে মালুম নাই।

গজ — পরিমাপ বিশেষ। ফা. গজ.। — আল — বিশেষ পরিমাপ লৌহ বা কাষ্ঠ শলাকা। তুঃ ইমামের কেচ্ছা ঃ খঞ্জরা বঞ্জরা নামে দুই জঙ্গি আন। বিরেশি গজের তারা লাম্বাতে জোয়ান॥ পুঃ ক্ষেমানন্দ ঃ নানা পরিবন্ধ করি, বাঁশের গজাল মারি, — সাজাইল কলার মান্দাস।

গজব — ক্রোধ, শাস্তি, অভিশাপ। আ. ঘজ্‌ব্‌ — ক্রোধ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ঃ নছিবের দোষে এইবার ভাসি গেল সব। বনলা হাতি যে হইল খোদার গজব॥

গজল — গীতি-কবিতা, গান। আ. ঘজল্‌ — প্রেম-কবিতা।

গজা — এক প্রকার মিষ্ট খাবার দ্রব্য। আ. ঘিজা (বা ঘিধা) খাদ্যবস্তু তুঃ কৃত্তিবাস ঃ কলাবড়া তালবড়া আর ছানাবড়া। ছানাভাজা খাজা গজা জিলেপি পাঁপড়া॥

গজাল — গজ দ্রষ্টব্য।

গঞ্জ—বাজার, ক্রয়বিক্রয়-দ্রব্যাদি মজুত রাখিবার কেন্দ্র। ফা. গন্‌জ্‌। বাজার অর্থে স্থানের প্রত্যয়রূপে ব্যবহার, যেমন—নবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ইত্যাদি। তুঃ সুরধুনী কাব্য ঃ কাটোয়া বিখ্যাত গঞ্জ, কত মহাজন। সারি সারি ঘাটে তরি বাণিজ্য-বাহন॥

গড়কি — প্লাবন, বন্যা। আ. ঘর্‌কী। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪ ঃ তুফান হইল সেই না বছর খোদার গজব। গড়কিতে ভাসাইয়া নিল ঘরবাড়ী সব॥

গম, — ই — দুঃখ। আ. ঘম্‌, —ঈ। তুঃ আমীর হামজা ঃ কেচ্ছা পহেলা আদা শুনিয়া আলম। আখেরি কেচ্ছার তরে করে বড়া গম॥ পূঃ আ. ঘ. দুলাল তোমার ছোট লেড়কার ডৌল নেগা করে মোর বড় গমি হচ্চে।

গমস্তা—গোমস্তা দ্রষ্টব্য।

গম্বুজ, গুম্বুজ — প্রাসাদের উপরিস্থ গোলাকার চূড়া। ফা. গুম্‌বজ্‌। তু ঃ অপসরণ ঃ তোমরা বাস কর গজদন্তের গম্বুজে।

গয়রহ — অন্যরা, ইত্যাদি। আ. ঘয়র্‌-হা। তু ঃ গড়-শ্রীখণ্ড ঃ জোলাটার অনেকাংশ হাজি সাহেব গয়রহের দখলে।

গয়ের, গায়ের — ব্যতীত, ছাড়া। আ. ঘঈর্‌ ; গর ও বেগর দ্রষ্টব্য।

গর — নিষেধার্থক অব্যয় ; যেমন, গরকবুল, গররাজি, গরহাজির ঃ কবুল, রাজি ও হাজির দ্রষ্টব্য। আ. ঘঈর — ব্যতীত। তু ঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ অনেক জমি গরবিলি থাকিল। পু ঃ চতুরঙ্গ ঃ আমি মাঝে মাঝে আমাদের রসালোচনার আসরে গরহাজির হইতে শুরু করিয়াছিলাম। অথবা, রবীন্দ্র, ঋণশোধ ঃ ওদের সারা পেলে আমার বয়সের হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের গরমিল হয়ে যায়।

গরগরা — ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দকারী এক প্রকার হুক্কা। আ. ঘর্‌ ঘরহ—ধ্বনি-বাচক শব্দ।

গরজ — স্বার্থ, ইচ্ছা। আ. ঘর্জ্‌.। — ঈ — ইচ্ছুক। খোদগরজ ঃ খোদ দ্রষ্টব্য। তু ঃ অন্নদা মঙ্গল ঃ তাহাকে জিজ্ঞাস জাতি যে করে আরজ। তোরে দিব পরিচয় এত কি গরজ॥ পু ঃ নববিবি বিলাস ঃ এ বিনতির আবশ্যক নাই, আমি নিজে গরজী, আমার মরজী কি।

গরদা — ধূলি, মাটি ; যেমন, গরদা মাল। ফা. গর্দ।

গরদান, —আঁ — কাঁধ, মাথা ; মাথা কাটা বা গলা ধাক্কা। ফা. গর্দন্‌— কাঁধ। তু ঃ পৃ. গীতিকা, ৩ ঃ সাত ভাই বলে, "এখন দেখিবি কি করি। বন্দী থানায় লইয়ারে যাইব গরদানাতে ধরি॥ পু ঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর ঃ কহিতে সরম করে, কন্যার ছিনালি ধরে, — গরদান লইতে চাহে মোর। অথবা, প্রা. ক. গান (রামকমল) ঃ গেলি তুই করিতে তায় বিয়ে। মর্দানি ভেঙ্গে দিব গর্দানি দিয়ে॥

গরদিস, গরদৌস — বিদ্রোহ, পরিবর্তন, জনতা। ফা. গর্দিশ্‌— বিদ্রোহ। তু ঃ সিরাজদ্দৌলা ঃ বাঁদীর গর্দিস কি আমার অঙ্গে দেখ্‌ছ? পু ঃ ভারতচন্দ্র ঃ গোলাম-গর্দিসে খাঁড়া গোলাম সকল। অথবা, চি. প. স. চিত্র ঃ আমার নসিবের গরদৌসে কিছু গওর না করিয়া হুজুরে কি প্রকার রেপেট (report) করিয়াছেন তাহা আমাকে মালুম নাই।

গরম—উত্তাপ, ক্রুদ্ধ। ফা. গর্‌ম্‌—উত্তাপ। —বারী, গেরম্বারী—অহঙ্কার। ফা. গর্ম্‌বারী। —ঈ—উত্তপ্ততা, অহঙ্কার, উত্তাপজনিত রোগ।

ফা· গর্মী। সরদিগরমি—গরম বা ঠাণ্ডা জনিত উপসর্গ; সরদি দ্রষ্টব্য। তুঃ অপসরণ ঃ বাদল গরম হয়ে বল্ল। পুঃ হু· প্যাঁ নক্‌সা ঃ গাড়িখানির ভিতরে…… গুটি দুই গেরস্থারী রাঁড় ও তাঁর পাঁচ জন দোস্ত ছিল। অথবা, ঐ ঃ অনেকের সর্দিগর্মি উপস্থিত। আবার, চাচাকাহিনী ঃ বিদেশী টাকার তখন এমনি গরমী যে।

গরহাজির—গর দ্রষ্টব্য।

গরিব—নির্ধন, নিরাশ্রয়, অপরিচিত। আ· ঘরীব্‌। গরিবখানা—গৃহস্বামীর গৃহ (নম্রতার প্রকাশ সূচক); খানা দ্রষ্টব্য। —নেওয়াজ, নেবাজ, নোয়াজ—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, দুঃখীর সাহায্যকারী; নেবাজ দ্রষ্টব্য। —আনা—দারিদ্র্য নম্রতা। ফা· ঘরীবানহ। —ঈ—গরীবের মত। তুঃ রবীন্দ্র, রাজা প্রজা ঃ ভারতবর্ষীয়েরা আপন গরীবখানায় পড়িয়া পড়িয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে। পুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর ঃ গরীব নেওয়াজ বলি আদবে সেলাম। অথবা, ভারতচন্দ্র ঃ সাতদিন ক্ষম মোরে, ধরি আনি দিব চোরে, —প্রাণ রাখ গরীব নেবাজ। আবার, কৃষ্ণরাম, কালিকামঙ্গল ঃ হৃদয় বিকল ডরে কাঁপয়ে শরীর। গরীব নোয়াজ বলি নোউাইল শির॥

গলৎ, গলদ, গল্‌তি। —ভুল, ত্রুটি। আ· ঘলত্‌। তুঃ বৌমা ঃ আমার গোড়ায়ই গলদ, প্রাণনাথ একটি আস্ত বলদ। পুঃ আ· ঘ· দুলাল ঃ আর এমন সব গলতি মামলায় আমি হাত দি না। অথবা, ধূপছায়া ঃ এটা না দিলে ব্যাকরণের গল্‌তি হয়।

গলুই, গুলই—নৌকার অগ্রভাগ। ফা· গল্‌—গলা, কণ্ঠ। তুঃ আ· ঘ· দুলাল ঃ কেহ বা গলুয়ে বসিল। পুঃ দেবী চৌধুরাণী ঃ গুলইয়ে একটা হাঙ্গরের মুখ—সেটাও গিল্‌টি করা।

গা, গাহ—স্থান। ফা· গাহ। যেমন, ঈদগাহ—ঈদ দ্রষ্টব্য।

গাওআ, গওআ, গোআ—সাক্ষী। ফা· গব্‌াহ। তুঃ আ· ঘ· দুলাল ঃ তথাকার দুই একজন গাওআ আনিত হইয়াছে। পুঃ রাজসিংহ ঃ দরিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল, "মোল্লা গোওয়া সব জীবিত আছে। না হয় তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান।

গাজি—ধর্মযুদ্ধা। আ· ঘাজী। তুঃ মানিক গাঙ্গুলি ঃ মার মার করিয়া চলিল মর্দ গাজি। পুঃ শূন্যপুরাণ ঃ গণেশ হইলা গাজী, কার্তিক হৈল কাজি,—ফকির হইলা যত মুনি।

গাপ—অদৃশ্য, লুক্কায়িত, আত্মসাৎ করণ। আ. ঘঈব্—অদৃশ্য; গায়েব দ্রষ্টব্য। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ তাহা হইলে টাকা একেবারে গাপ হইবে।

গাফিল—অসাবধান। —তি, —ইয়ৎ, —ইয়তি বা গাফিলী—অসাবধানতা। আ. ঘাফিল্, ঘাফিলিয়ৎ বা ঘফ্‌লৎ এবং গাফিলী। তুঃ সা. বি. গোলাম ঃ যে বনমালী সরকার এই এঁদোপড়া গলির মধ্যে এতদিন দম আটকে বেঁচেছিলেন তা কেবল কলকাতা কর্পোরেপনের গাফিলতীর কল্যাণে। পুঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শা ঃ সুতরাং তাঁর লেখাপড়া ও শারীরিক তদ্বিরে বিলক্ষণ গাফিলি আছে।

গাবর—বিধর্মী বা ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য বা ছোটলোক, মাঝি। ফা. গবর্—অগ্নি-উপাসক, বিধর্মী। তুঃ ধর্মরাজের গীত ঃ হাতে দণ্ড কেড়ুয়াল বসিলা গাবর। তরণী ছাড়িল বেলা আকাশে দুপ্রহর॥ পুঃ পূ. গীতিকা, ৩ ঃ চান্দের ছুরৎ কন্যা অগ্নি হেন জ্বলে! না দেখি এমন রাজা গাবরিয়া মুল্লুকে॥

গায়েব—নষ্ট, অদৃশ্য। আ. ঘঈব্ ঃ আজগুবী এবং গাপ দ্রষ্টব্য। গায়বি, গায়েবী, গইবী—দৈব। আ. ঘঈবী। তুঃ রঙ্গ বাহার ঃ এছম পড়িয়া বিবি তছবি জপে মনে মনে। আওয়াজ গায়েব শোনে আপনার কানে॥ পুঃ অপসরণ ঃ তার টাকা তো গেছেই, খাতা কেতাব চিঠিপত্র সব গায়েব। অথবা, মৈ. গীতিকা ঃ গয়বি আদেশ গর্গ শুনিল শ্রবণে। কঙ্কেরে মারিতে বিষ দিল অকারণে॥ আবার, হারামণি ঃ সেই বাতাসে গৈবী আওয়াজ হল তখনি। ডিম্ব ভেঙ্গে আসমান জমিন গড়লেন রব্বানি॥

গায়ের—গায়ের দ্রষ্টব্য।

গালিচা, গলিচে—কার্পেট, নানা বর্ণে রঞ্জিত আসন। ফা. গালীচহ। তুঃ সুরধুনী কাব্য ঃ ফুলকাটা সতরঞ্চি গালিচা আসন। ঘটিবাটি লোটাথালা বিচিত্র বাসন॥ পুঃ চাচা কাহিনী ঃ জন্মের প্রথম দিন থেকে এর সর্বাঙ্গ গালচেতে ঢাকা ছিল।

গালিম—শত্রু, জয়ী। —ই—শত্রুতা, অত্যাচার। আ. ঘালিব্—জয়ী, শক্তিশালী। তুঃ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদি ঃ পুরুষোত্তম শ্রীগালিম জগন্নাথ দাস। শ্রীচন্দ্রশেখর বদ্য দ্বিজ হরিদাস॥ পুঃ ভারতচন্দ্র ঃ প্রতাপাদিত্য হিন্দু ছিল বাঙ্গালায়। গালিমী করিল তাহে পাঠানু তোমায়॥

গাহ—গা দ্রষ্টব্য।

গিরদা, গিরিদা, গ্রিদা—বড় বালিস। ফা· গীর্দহ। তুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর ঃ বড় এক গিরদা শিয়রে সখী রাখে। এই বটে দেখ এসে হেসে হেসে ডাকে॥ পুঃ কালিকামঙ্গল ঃ রত্ন সিংহাসন পাতে, গিরিদা যুগল তাতে, —রম্য চাঁদ উপরে রূপস। অথবা, দ্বিজ বংশীবদন ঃ চটের তুলিচা আর চটের বিছানা। তাম্বু গ্রিদা চটের চটের সামিয়ানা॥

গিরদারী—গিরদী দ্রষ্টব্য।

গিরদি, গেরদা, গেরদো—কেন্দ্র, সীমানা। ফা· গির্দ। তুঃ পূ· গীতিকা, ৪ ঃ উত্তর দক্ষিণ ভাইরে পূব দেশ চাইয়া। গিরদে গিরদে ঢোল রাজা দিল পাঠাইয়া॥ পুঃ ঐ, ৩ ঃ গের্দায় বসিছে কাজি মুখে পেঁজের নল। পাইক পেয়াদা আসে পাশে দাঁড়াইছে সক্কল॥ অথবা, সিরাজদ্দৌলা ঃ ইংরাজ তোফা কোলকাতা গের্দো করে নিল॥

গিরদী, গিরদারী—পরিচয়, পর্যবেক্ষণ। ফা· গির্দ্-আবরী। গিরদি দ্রষ্টব্য। তুঃ চি· প· স· চিত্র ঃ ধান্যয়াদী জাহা আছে গীরদী করাইবা।

গিরা, গিরো—গাঁট, বন্ধন। ফা· গিরহ, গরহ। তুঃ পূ· গীতিকা, ৩ ঃ মাতা বল পিতা বল হাউসের স্তিরী। গিরাত পইসা না থাকিলে কেহ না চায় ফিরি। পুঃ বা· প্রবাদ ঃ বজ্র আঁটুনি ফস্কা গিরো।

গিরি—অধিকার বা কর্মসম্পাদক অর্থে প্রত্যয়। ফা· গীর্। গীর দ্রষ্টব্য। যেমন, মুসাহেবগিরি ঃ মুসাহেব দ্রষ্টব্য।

গিরিদা — গিরদা দ্রষ্টব্য।

গিরিফ্‌তার — গেরেফ্‌তার দ্রষ্টব্য।

গিরিবি — গীরবি দ্রষ্টব্য।

গিরো — গিরা দ্রষ্টব্য।

গিলাপ, গিলাফ, গিলিপ — খোল বা আচ্ছাদন। আ· ঘিলাফ্। তুঃ শ্রীচৈতন্য মঙ্গল ঃ পাটের গিলাপ, তাথে নেতের তুলি, —রচিয়া শয্যাখানি। পুঃ রূপরাম ঃ সোনার গিলিপে ছিল অপূর্ব চিরুণী। অথবা, গল্পগুচ্ছ (সদর ও অন্দর) ঃ এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার পুরাতন তম্বুরাটিতে গেলাপ পরাইয়া বন্ধুহীন বৃহৎ সংসারে বাহির হইয়া পড়িলেন।

গীর — অধিকারী অর্থে-প্রত্যয়। ফা. গীর্; গিরি দ্রষ্টব্য। যেমন, জায়গীর —ভূদান, সম্পত্তির অধিকার ঃ জা বা জায় দ্রষ্টব্য। তু ঃ মানিক গাঙ্গুলি ঃ জয়গ্রাম জায়গীর পাবে যত্নে কই শুন।

গীরবি, গিরিবি— (সম্পত্তির) দখল। ফা. গীরায়ি। তু ঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ সুতরাং বিষয় রক্ষার্থে গিরিবি লিখিয়া দিয়া বাবুরাম বাবু দেনা করিয়া সরকারের মাল-গুজারি দাখিল করিলেন।

গু — মল, বিষ্টা। ফা. গূহ। তু ঃ সতিবন্থির উপাখ্যান ঃ পারতেই হবে। হয় জল খাবি না হয় গু খাবি।

গুঁতা — গোঁৎ দ্রষ্টব্য।

গুছল — গোসল দ্রষ্টব্য।

গুজরং, গুজরাৎ — মাধ্যম, সাহায্যে। ফা. গুধারহ। —এ—খোদ—নিজে। খোদ দ্রষ্টব্য।

গুজরান, গুজার, গুজারা —চালু, যাপন। ফা. গুজারহ, গুধ্রান্; গুজরং ও গুদারা দ্রষ্টব্য। তু ঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ কোন ব্যবসা বা চাকরি করিয়া গুজরান করা ভাল। পুঃ বা. প্রবাদ ঃ পাজীর মুখে হারাম গুজার।

গুজস্তা, গুজেস্তা, গোজেস্তা —অতীত। জমা গুজস্তা — পূর্বে দেয় খাজনা, জমা দ্রষ্টব্য। ফা. গুধস্তহ। তু ঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ গোজেস্তা সুরত খাজানা আদায় না হইলে তোমার রুটি যাইবে।

গুতা, গুত্তা — গোঁৎ দ্রষ্টব্য।

গুদারা — খেয়া, পারাপারের পথ। ফা. গুধার্ — পথ। তু ঃ গোপী-চন্দ্রের গান ঃ গুদারার ঘাটে কান্দে বাইস কাহন নাও।। বাইস কাহন নাও কান্দে তেইস কাহন ডাড়ি॥

গুনা, গুনাহ, গোনা — পাপ। ফা. গুনাহ। -গার, -গীর —পাপী। ফা. গুনাহ্-গার্,। -গীর্। -ই—পাপকর্ম, অন্যায়। ফা. গুনাহ্গারী। তু ঃ মা. চ. রাজার গান ঃ রাম রাম বলিয়া যেন জল মস্তকত ঢালিয়া দিল। যত কিছু পাপগুনা দূরে চলিয়া গেল॥ পু ঃ অন্নদা মঙ্গল ঃ কর্ণভেদে যদি হয় হিন্দু গুনাগার। সুন্নতের গুনা তবে কত গুণ তার॥ অথবা, রাজসিংহ ঃ গুনাহগারী আর আমা হইতে হইবে না।

গুম — গোম দ্রষ্টব্য।

গুমর, গুমার — অহঙ্কার, অবিবেচনা। ফা. গুমান্। তু ঃ রবীন্দ্র, গল্পসল্প ঃ আর কোশলের গুমরও তাঁর সহ্য হয় না।

গুমরাহ - নষ্ট, বিপথগামী। ফা. গুমরাহ। গোম এবং রাহা দ্রষ্টব্য। তুঃ জিঞ্জির ঃ শাস্ত্র ছাঁকিয়া নিজেদের যত সুবিধা বাছাই করে। নারীদের বেলা গুম হয়ে রয় গুমরাহ যত চোরে ॥

গুমান—সন্দেহ, মিথ্যা ভাবনা। ফা. গুমান্; গুমর দ্রষ্টব্য। তুঃ অন্নদা মঙ্গল ঃ গুমান হইল গুঁড়া, না মিলিল খুদ কুঁড়া,—ফিরিনু সকল পাড়া পাড়া। পুঃ দ্বিজ কবিচন্দ্র, অর্জুনের গুমান ভঞ্জন ; অর্জুনের মনে বহু হইল গুমান। সংসারে নাইক বীর আমার সমান।

গুমার—গুমর দ্রষ্টব্য।

গুম্বুজ—গম্বুজ দ্রষ্টব্য।

গুয়েন্দা—গোয়েন্দা দ্রষ্টব্য।

গুরবা, গুরবো—গরীব লোক। আ. ঘুর্বা—ঘরীব্ শব্দের বহু বচন ; গরিব দ্রষ্টব্য। তুঃ কড়ি দিয়ে কিনলাম ঃ গ্রামের গরীব-গুর্বো লোক সকল।

গুল—পুষ্প। ফা. গুল্। —জার—সৌরভিত, মনোরম, পুষ্পপূর্ণ। ফা. গুল্‌জার্। —বাগ—পুষ্পোদ্যান ; বাগ দ্রষ্টব্য। —বাহার—ফুলের বসন্ত ঃ বাহার দ্রষ্টব্য। —আপ, —আব—গোলাপ দ্রষ্টব্য। —ইস্তান—ফুল বাগান। ফা. গুলিস্তান্। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ কলিকাতা ক্রমে ক্রমে শহর হইয়া গুলজার হইতে লাগিল। পুঃ নজরুল ঃ আন গোলাপ পানি, আন আতরদানি গুলবাগে ; সেহেলি গো কিছু ভাল না লাগে। বা, ঐ ঃ সিন্ধু নদীতে ভেসে এলে মেঘলামতীর দেশে —ইরানী গুলিস্তান।

গুলই—গলুই দ্রষ্টব্য।

গুলচি—ক্ষুদ্র পুষ্প। ফা. গুল্-চি ; গুল দ্রষ্টব্য। শ্রীকথামৃত, ১ ঃ গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীর সম্মুখে বিল্ববৃক্ষ ও সৌরভপূর্ণ গুলচী ফুলের গাছ।

গুলতান, —ই—গণ্ডগোল, অলসভাবে চলাফেরা। আ. ঘল্‌ত্বান্—মৃদুচলা —খাপছাড়া ঃ কোমরেতে এক ওড়না জড়িয়ে — নেচে করে সভা গুলতান, পুঃ সুবোধ ঘোষ, গরল অমিয় ভেল ঃ ঘড়ির দোকানে নতুন ম্যাট্রিক পাশ ছেলেগুলি বড় বেশী গুলতালি করে আজকাল।

গুলাই, গুলাল—গুলিবাঁশ দ্বারা বাঁটুল নিক্ষেপকারী। ফা. ঘুলেল্। তুঃ গোপীচন্দ্রের গান ঃ হাতে ছিল গোলাল বাটাইল কাগাক মারিল। ডালে থাকি বনের কাগা রভিশাপ (অভিশাপ) দিল ॥

গুসল—গোসল দ্রষ্টব্য।

গুসা—গোসা দ্রষ্টব্য।

গুস্থল—গোসল দ্রষ্টব্য।

গেরদা, গেরদো—গিরদি দ্রষ্টব্য।

গেরম্বাবী—গরম দ্রষ্টব্য।

গেরা—পতিত হওয়া, আকর্ষিত হওয়া। ফা. গরাই (গরাইদন্ ক্রিয়া হইতে) তুঃ আ. ঘ. তুলাল ঃ মরদের উপর অনেক আপদ গেরে।

গেরেফ্তার, গিরিফ্তার, গ্রেফ্তার, গ্রেপ্তার—ধৃত, বন্ধন। ফা. গিরিফ্তার্। —ই পরোআনা—বন্ধনের আদেশ ঃ পরোআনা দ্রষ্টব্য। তুঃ আ. ঘ. তুলাল ঃ ঠকচাচা জাল এত্তেহামে গেরেফ্তার হইয়াছে। পুঃ গোরা ঃ কিন্তু এখন পাড়ার বলিষ্ঠ যুবাপুরুষমাত্রই হয় গ্রেফ্তার নয় পলাতক হইয়াছে। অথবা, সীতারাম ঃ রাত্রি প্রহরেকের সময়ে মুরলা তাঁহাকে নিভৃত স্থানে গিরেফ্তার করিল।

গেলাফ — গিলাপ দ্রষ্টব্য।

গোইন্দা — গোয়েন্দা দ্রষ্টব্য।

গোঁৎ, গোতা, গুত্তা, গোপ্তা, গুতা, গুঁতা — ধাক্কা দেওয়া, (জলে স্থলে বা আকাশে) নিমজ্জন। আ. ঘউত্বহ — জলে নিমজ্জন। তুঃ সুকুমার রায়, খাই খাই ঃ আকাশেতে কাত হয়ে গোঁৎ খায় ঘুড়িটা। পুঃ শেষপ্রশ্ন ঃ কিন্তু সে ব্যবস্থা হয়ে উঠে না বলেই আপনি যাকে তাকে গুঁতিয়ে বেড়ায়। অথবা, শ্রীকথামৃত, ১ ঃ শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল। কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল ॥ বা, চাচা কাহিনী ঃ কনুই দিয়ে মেয়েটার পেটে দিল এক গুঁত্তা। আবার, পরশুরাম, কৃষ্ণমঙ্গল ঃ হাত বাড়াইয়া জদি হাতে নাহি পায়। পাচনির গুতা দিয়া ভাণ্ড ভাঙ্গি খায় ॥

গোম, গুম — গোপন, হারান, নষ্ট। ফা. গুম্ — গোপন। তুঃ আ. ঘ. তুলাল ঃ আপনার নামে গোম খুনির নালিশ হইয়াছে। পুঃ কমলে কামিনী নাটকঃ পাপের আগুন পাঁজার আগুনের মত গোমে গোমে জ্বলে। অথবা, চিরকুমার সভা ঃ

সরা-চাপা হাঁড়ির মধ্যে মাংস যেমন গুমে গুমে সিদ্ধ হতে থাকে, প্রতিজ্ঞার মধ্যে চাপা থেকে সভ্যগুলিও একেবারে হাড়ের কাছ পর্যন্ত নরম হয়ে উঠেছেন। আবার, পঞ্চানন, মজনুর কবিতা ঃ দলবল দেখিয়া সব আক্কেল হৈল গুম। থাকিতে এক রোজের পথ পড়্যা গেল ধুম॥

গোমস্তা, গমস্তা — প্রতিনিধি। ফা. গুমাস্তহ — নিযুক্ত (ব্যক্তি)। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ কুঠেলের গমস্তা ও অন্যান্য কারপরদাজের পেট অল্পে পূরে না।

গোয়েন্দা, গুয়েন্দা, গোইন্দা — গুপ্তচর, গোপন সংবাদ বাহক। ফা. গুয়িন্দহ—কথক, সংবাদ বাহক। তুঃ চার অধ্যায় ঃ কানাই বললে, "গোয়েন্দাগিরিতে বেরিয়েছি"। পুঃ দেবী চৌধুরাণী ঃ ব্রজেশ্বর শিহরিল — মাথায় করাঘাত করিল। বলিল, "তিনিই কি গোয়েন্দা?"

গোর — কবর। ফা. গূর্। -খানা — কবরস্থান; খানা দ্রষ্টব্য। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ ঃ নছিবে এ কি ছিল রে—জীয়তা রাখিয়া কেন মেদি দিলি গোরে।

গোল, -মাল—হৈ চৈ, গণ্ডগোল। ফা. ঘোল্—জনতা; এবং মাল — ধাক্কা (মালীদন্ ক্রিয়া হইতে)। তু ঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ ফালতো কথা লইয়া গোলমাল করে।

গোলা — বন্দুকের গুলি। ফা. গুলহ। —ন্দাজ, গুলন্দাজ — গুলি নিক্ষেপকারী; আন্দাজ দ্রষ্টব্য। তু ঃ অন্নদা মঙ্গল ঃ গোলা ধম ধম, গোলী ঝম ঝম, —গম গম তোপ আবাজে। পু ঃ রাজসিংহ ঃ সঙ্গে গোলন্দাজ সেনা। অসংখ্য গোলন্দাজি গাড়ির ঘড় ঘড় শব্দে কর্ণ বধির।

গোলাপ, গোলাব — এক প্রকার পুষ্প। ফা. গুল্+আব্—পুষ্পের নির্যাস। —দান — পুষ্পস্তবক; দান দ্রষ্টব্য। —পাশ — পুষ্পনির্যাস ছড়াইবার যন্ত্র। ফা. গুলাব্-পাশ্। -ঈ — গোলাপবর্ণযুক্ত বা সুগন্ধ। তু ঃ গোবিন্দ দাস, বিদ্যাসুন্দর ঃ দ্বারী-প্রহরীর সঙ্গে আছে তার মেলা। চম্পক গোলাপ পুষ্প কারে দেয় মালা॥ পুঃ রবীন্দ্র, হোরিখেলা, নিবিবন্দে ঝুলিছে পিচকারী। বাম হস্তে গুলাব-ভরা ঝারি॥ অথবা, দুর্গেশ নন্দিনী ঃ বিমলা তৎক্ষণাৎ গোলাবপাশ হইতে গোলাব লইয়া তিলোত্তমার মুখে কণ্ঠে কপোলে সিঞ্চন করিলেন। বা, ঐ ঃ ওষ্ঠাধর দুখানি গোলাবী, রসে টলমল করিত। আবার, আ. ঘ. দুলাল : গোলাবী খিলি।

গোলাম — ভৃত্য। আ. ঘুলাম্। -ঈ — দাসত্ব। তু ঃ পূ. গীতিকা, ৩ ঃ ভোলা বলে, "আমি তোমার হইলাম গোলাম। তুমি যাহা বল আমি করিব সে কাম॥" পুঃ চতুরঙ্গ ঃ ইহাতে মানুষের মনকে গোলামীতে পাকা করে দেয়।

গোসল, গুস্‌ল, গুসল, গুছল — স্নান। আ. ঘুস্‌ল্ — ধৌত করণ। —খানা —স্নানের ঘর ; খানা দ্রষ্টব্য। তু ঃ বিপ্রদাস ঃ সেতাব গোছল করি আইল হাসনে। ফুল-পানি লৈয়া অতি ভক্তি করে মনে॥ পু ঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ কর্মকাজ শেষ হইলে গোসল করিয়া ও খানা খাইয়া বিবির নিকট বসিয়া বিদরির গুড়গুড়িতে ভড়র ভড়র করিয়া তামাক টানিতেন। অথবা, রাজসিংহ ঃ তেমনি দরবার, আমখাস, গোসল-খানা, রঙমহল —এই সকল বাদশাহী তাম্বু কেবল বস্ত্রনির্মিত।

গোসা, গোস্বা, গোষা, গুসা — রাগ, ক্রোধ। আ. ঘুস্‌স্বহ। তু ঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ অথচ ছেলেটিও আদুরে গোসা করিলে পাছে প্রমাদ ঘটে। পু ঃ বা. প্রবাদ ঃ বড়র গোসা আঁতে, লঘুর গোসা দাঁতে। অথবা, পূ. গীতিকা, ৩ ঃ আমির সাধু উডি বলে, 'ভাইরে গোরলধর। বড় গোস্বা হইলা তুমি আমার উপর॥ বা, বিপ্রদাস ঃ বড়ই বাড়িল গোস্‌সা মোরা শত জনে। সভে গেনু রাখালেরে মারিবার মনে॥ আবার, পরশুরাম, কৃষ্ণমঙ্গল ঃ জল না পাইয়া মনে পাইয়াছিল গোষা। গলাতে বান্ধিলা মুনির মৃত্তু সর্পের খোসা॥

গোস্ত, গুস্ত, গুস্তু — মাংস। ফা. গুশ্‌ৎ। তু ঃ পূ. গীতিকা, ২ ঃ তারপরেতে কইনা শুন্ কোন কাম করে। ভেড়ার যে গুস্তু দিয়া কাবাব তৈয়ার করে।

গোস্তাকি, গোস্তাখী — অসভ্যতা, রূঢ়তা। ফা. গুস্তাখী। তু ঃ ঘরে বাইরে ঃ সে একেবারে আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বললে, হুজুর গোস্তাকি হয়েছিল। পু ঃ রিক্তের বেদন ঃ মন্ত্রী উঠে বললেন, "এ বান্দার গোস্তাখী মাফ করতে আজ্ঞা হয়।"

গ্রিদা —গিরদা দ্রষ্টব্য।

গ্রেপ্তার, গ্রেফ্‌তার — গেরেফ্‌তার দ্রষ্টব্য।

ঃ চ ঃ

চকমকি—অগ্নি জ্বালাইবার জন্য প্রস্তর ও ইস্পাতের খণ্ডদ্বয়। তুর্কী চক্‌মাক্‌। তুঃ মৃণালিনী ঃ আমি প্রদীপ, তেল, চকমকি, শোলা সকলই আনিয়া রাখিয়াছি।

চঙ্‌, চঙ্গ, চোঙ্‌, চোঙ্গা—নল, বাঁশী। ফা. চন্‌গ্‌। তুঃ ভারতচন্দ্র, বিদ্যাসুন্দর ঃ অঙ্গুলে ঘুঙ্ঘুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ। সম্ভোগ শৃঙ্গার রসে লেগে গেল রঙ্গ॥ পুঃ শ্রীকথামৃত, ১ ঃ স্যাকরারা সোণা গলাইবার সময় হাপর, পাখা, চোঙ্‌ সব দিয়া হাওয়া করে।

চঙ্, চঙ্গড়া—থাবা, থাবার ন্যায় প্রশস্ত আধার বা অস্ত্র বিশেষ। ফা. চন্‌গ্, চন্‌গাল্। —দার—থাবাধারী (সৈন্য); দার দ্রষ্টব্য। তুঃ চৈ. চরিতামৃত, অন্ত্য ঃ স্বরূপ গোসাঞী পসারিকে নিষেধিল। চাঙ্গড়া[১] লইয়া পসারি পসারে বসিল॥ পুঃ নারায়ণ দেব ঃ সাজা পাজা আইলেক চঙ্গদার লস্কর। নানা বিদ্যাধর আইল জতেক বাজিকর॥

চবুতারা, চৌতরা—গৃহের সম্মুখে বা উদ্যানের মধ্যস্থিত পরিধি ঘেরা উচ্চ স্থান। ফা. চৌতরহ (সং চত্বর)। তুঃ কৃত্তিবাস ঃ প্রতি ঘরে শোভা করে সুবর্ণের ঝারা। নানা রত্নে শোভে লক্ষ লক্ষ চবুতরা।

চমন—উদ্যান। ফা. চমন্। তুঃ ব্যথার দান ঃ সেই পাগলটা আবার এসে জানিয়ে দিয়ে গেল যে, তুমি চমনে ফুটে শুকিয়ে যাচ্ছ।

চরকা, চরখা, চোরখা—(সূতা কাটিবার) ঘূর্ণন যন্ত্র। ফা. চর্‌খহ (সং চক্র)। —ই,-ঈ—সূতা গুটাইবার গোলাকার যন্ত্র; যাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে গোলাকারে ঘুরিতে থাকে এরূপ আতাসবাজী। ফা. চর্‌খী—চরখহ-র ক্ষুদ্রার্থে। তুঃ অপসরণ ঃ একদা সুধীও চরকা কাটত। পুঃ নরসিংহ বসু ঃ ঢল্যা পড়ে হাতে কর্যা চরখার কাটী। ভূমে গড়াগড়ি যায় কামড়ায়্যে মাটী॥ অথবা, শিবায়ন ঃ চরখি হইয়া চলে কেহো সাথে সাথে। হাউই হইয়া অন্য ধায় শূন্য পথে॥

চরবি, চর্বী—মেদ। ফা. চর্বী। তুঃ বিবিধ প্রবন্ধ (বঙ্কিম) ঃ চরবি—যাহা শরীর পুষ্টির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, চাউলে তাহার কিছুমাত্র নাই। পুঃ বা. প্রবাদ ঃ উকিল আর গাড়ির চাকা, তেল চর্বী দিয়ে রাখা।

চশম—চক্ষু, চক্ষু-লজ্জা। ফা চশ্‌ম্। —খোর—চক্ষুলজ্জা শূন্য; খোর দ্রষ্টব্য। —নুমাই,—নামাই—নিন্দা; নুমাই দ্রষ্টব্য। তুঃ বিজয় গুপ্ত ঃ রহ রহ বলে হেথায় বেগমে। বুড়া বিবি আসিয়াছে না দেখি চশমে॥ পুঃ ঘনরাম ঃ চশমখোর চোকলখোর হয়। পাপিষ্ঠ দুরন্ত সেই পুণ্যবন্ত নয়॥ আবার সধবার একাদশী ঃ কিন্তু যে লিখেছিল তার চশম্‌নামাই হলো।

চশমা—উপনেত্র। ফা. চশ্‌মহ। তুঃ অপসরণ ঃ চোখে সোনার চশমা।

চা—গুল্ম বিশেষের পত্র। ফা. চায় (চীন দেশীয় চা)। তুঃ চার অধ্যায় ঃ দৃশ্য—চায়ের দোকান।

---

১. কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাব্যেও চাঙ্গড়া-র ব্যবহার দৃষ্ট হয়। আবার, চর্যাপদে চঙ্গেড়া শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে।

চাঁদা, চান্দা—সাধারণ কার্যের জন্য প্রত্যেকের দেয় সামান্য অর্থ। ফা. চন্দহ —সামান্য, অল্পসল্প। তুঃ ভারতবর্ষ (রবীন্দ্র) ঃ দল বাঁধিয়া পূজা, কমিটি করিয়া শোক বা চাঁদা করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, এ আমাদের জাতির প্রকৃতিগত নহে।

চাকর—ভৃত্য। ফা. চাকর্। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ চাকরে কুকুরে সমান—হুকুম করিলেই দৌড়িতে হয়।

—আন—ভৃত্যের ভরণার্থ প্রদত্ত ভূমি। ফা. -আন্—স্থানসূচক প্রত্যয়। —ই, চাকুরী—দাসত্ব, পেশা। ফা. চাকরী। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ ঃ ভালামতে সোনাইর সাথে যুক্তি করিয়ারে। দারোয়ানের চাকরি দিল মানিক লুচ্চারে॥ আবার, ভারতচন্দ্র ঃ চাকুরির মুখে ছাই, ছাড়িতে না পারি ভাই।

চাকলা—কয়েকটি খণ্ড খণ্ড ভূমির সমষ্টি, জিলার অংশ বিশেষ। ফা. (উর্দু বা হিন্দির মাধ্যম) চক্‌লহ (সং চক্র)। —দার—উপাধি বিশেষ, একটি জিলা বা পরগণার অধিকারী। দার দ্রষ্টব্য। তুঃ তারাশঙ্কর, রসকলি (কালাপাহাড়) ঃ আরও একটি কথা—এ চাকলার মধ্যে তাহাব গোরুর মত গোরু যেন আর কাহারও না থাকে। পুঃ মৈ. গীতিকা ঃ খাজনা পাইয়া জমিদার খুসী যে হইয়া। চাকলা-দারীর সনদ একখান দিল যে পাঠাইয়া।

চাকু—ছুরি। ফা. চাকূ। তুঃ চণ্ডীদাস ঃ বুকেতে মারিয়া চাকুর ঘা তাহাতে লুণের ছিঠে।

চাঙ্গড়া—চঙ্ দ্রষ্টব্য।

চাচা—কাকার বিকৃত উচ্চারণ (হিন্দি বা উর্দুর মাধ্যম); কাকা দ্রষ্টব্য। তুঃ বা. প্রবাদ ঃ চাচা—আপন প্রাণ বাঁচা।

চাদর—উত্তরীয়, শয্যাদির আচ্ছাদন বস্ত্র। ফা. চাদর্—আচ্ছাদন বস্ত্র। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ ঃ সোনালী ধুতির কোঁচা তেপেচি পিন্ধিল। গোলাপী চাদর কাঁধের মধ্যে তুলি দিল॥

চান্দা—চাঁদা দ্রষ্টব্য।

চাপকান—জানু পর্যন্ত লম্বিত এক প্রকার ঢিলা জামা। ফা. চপ্‌কন। তুঃ খাই খাই (সু. রায়) ঃ বাবু যান হাওয়া খেতে চড়ে জুড়ি-গাড়িতে। খাসা দেখ খাপ খায় চপকানে দাড়িতে॥

চাপরাশ—পদ পরিচায়ক চিহ্ন। —ঈ—চাপরাশধারী, আর্দালী (orderly) পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গীভৃত্য। ফা. চপ্‌রাস্, —ঈ। তুঃ জামাই বারিক ঃ ঘরজামায়ে

আর থানার চাপরাসি সমান, চাপরাস যদ্দিন, মান তদ্দিন। পুঃ রবীন্দ্র, শোধবোধ ঃ গিল্‌টি সোনার চাপরাশ জোটে চাপরাশির ভাগ্যে।

চাবুক—বেত, চঞ্চল। ফা. চাবুক্। তুঃ খাই খাই (সু. রায়) ঃ জুতো খায়, গুঁতো খায়, চাবুক যে খায়রে। পুঃ ভারতচন্দ্র ঃ সমুখে ফিরায় ঘোড়া চাবুক সোয়ার। মাহুত হাতীর কাঁধে জানায় জোহার॥

চামচ, চাম্‌চে—ছোট হাতা। ফা. চম্‌চহ (সং চমস্)।

চারা—উপায়। ফা. চারহ। নাচার, বেচারা, লাচার দ্রষ্টব্য। তুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর ঃ যা করেন শিবা, আর চারা কিবা। পুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ মনিবওয়ারি কর্ম, চারা কি?

চালাক—চতুর। ফা. চালাক্। -ই — চতুরতা। ফা. চালাকী। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ ঠকচাচার মত চালাক লোক পাওয়া ভার। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩ ঃ নানা কথা বলিয়ারে সোনাই দিল ফাঁকি। মৈফুলা দাসী বুঝিল তাহার চালাকি॥

চাহার — চারি (দিক)। ফা. চহার্। -ম্ — চতুর্থ। ফা. চহারম্। যেমন, চাহারম জমি — চতুর্থ পর্যায়ের জমি। চাহার শুম্বা — আরবী সপ্তাহের চতুর্থ দিবস। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ ঃ খেদার পার্শে মুড়ার উপর আছে চৌকিদার। কেহ গাছে বাসা বাঁধি নিরখি চাহার॥

চি — অধিকারী অর্থে প্রত্যয়। তুর্কী. চী। যেমন, বাগচি, তবলচি ইত্যাদি; বাগচি ও তবলচি দ্রষ্টব্য।

চিক — বাঁশের কাঠিদ্বারা প্রস্তুত আবরণ বিশেষ। তুর্কী. চিক্। তুঃ জামাই বারিক ঃ তুই বারেণ্ডায় চিক ঝুলিয়ে দে।

চিকণ — সূচীশিল্প। ফ. শিকন্ — (জামার) ভাজ, শিল্পাধার। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪ ঃ সোণার যৈবন কন্যালো নাই সে আভরণ। সোণায় বান্ধাইয়া দিব চিক্কনী যৈবন॥

চিজ, চীজ — দ্রব্য, দুষ্ট স্বভাব। ফা. চীজ্. — দ্রব্য। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪ ঃ খাওনের চিজ নহে কাটিয়া খাইব। বেচিবার মাল নহে বাজারে বেচিব॥ পুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ সে পদ পূজিলে পাব সেই পদে ঠাঁই। হায়রে পূজিব কিসে কোন চীজ নাই॥ অথবা, আ. ঘ. দুলাল ঃ টাকা বড় চিজ — টাকাতে বাপকেও বিশ্বাস নাই।

চিরাগ — চেরাগ দ্রষ্টব্য।

চুকলি — নিন্দা, অসাক্ষাতে নিন্দা। আ. চুঘ্‌লী। -খোর, চোকলখোর —পরোক্ষে নিন্দাকারী। খোর দ্রষ্টব্য। তুঃ ঘনরাম ঃ মুখে মুখে সম্মুখে চুকলি খায় বেটা। বা, ঐ ঃ চশমখোর চোকলখোর হয়। পাপিষ্ঠ দুরন্ত সেই পুণ্যবন্ত নয়॥

চুস্ত — চোস্ত দ্রষ্টব্য।

চেরাগ, চিরাগ — প্রদীপ। ফা. চিরাঘ্‌। তুঃ গোর্খ বিজয় ঃ দুইটি চেরাগ আছে এ কোণে ও কোণে। বিনা তৈলে সেহি বাতি জ্বলে রাত্রদিনে॥

চেরাবন্দি — চেহারা দ্রষ্টব্য।

চেহারা — মুখভাব, আকৃতি। ফা. চিহরহ। -বন্দী, চেরাবন্দী — প্রতিকৃতি। বন্দী দ্রষ্টব্য। তুঃ রবীন্দ্র, কাহিনী ঃ ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর। পুঃ পূ. গীতিকা, ৪ ঃ এও কন্যা মুকুট কুমার পছন্দ না করে। চেরাবন্দি পট কুমার ফেলাইল দূর করে॥

চোকলখোর — চুকলি দ্রষ্টব্য।

চোগা — এক প্রকার ঢিলা জামা। তুর্কী. চোঘহ। তুঃ অবিশ্বাস্য ঃ ভাবতেই কি রকম হাসি পায়—প্যারিসের রাস্তায় চোগা-চাপকান পরা রায় বাহাদুরের সঙ্গে নোলক-পরা চেলিতে জড়ানো আট বছরের বউ।

চোঙ্‌, চোঙ্গা — চঙ্‌ দ্রষ্টব্য।

চোপদার, চোবদার — দণ্ডধর, দণ্ডবাহক, লাঠিয়াল। ফা. চুব্‌দার। তুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর ঃ চোবদার নকীব হুজুরে খাড়া আছে। বাঘাই কোটাল চোরে নিয়ে গেল কাছে॥ পুঃ ভারতচন্দ্র ঃ সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ি! মুসাহেব বসিয়া সকল বরাবর॥

চোরখা — চরকা দ্রষ্টব্য।

চোস্ত, চুস্ত—আঁটসাট, চালাকচতুর। ফা. চুস্ত্‌। — পুস্‌ৎ—আঁটসাট সাজগোজ। ফা. পূশীদহ। তুঃ হু. পঁ্যা. নক্‌শা ঃ প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দ হতে চালাক চোস্ত ও ধড়িবাজ লোক। পুঃ লীলাবতী ঃ গায়ে কাঁচলি ছিল, একটি সাটিনের চোস্ত লম্বা কুরতি ছিল। অথবা, তারাশঙ্কর, ময়দানব ঃ কাঁচা বয়েস, খাঁটি সায়েবী মেজাজ, চোস্ত ইংরেজীতে কথাবার্তা। আবার, গড়-শ্রীখণ্ড ঃ চোখ ডলতে-ডলতে বেরিয়ে এসে সে বললো কৌতুক করে, "খুব যে চুস্ত-পুস্ত। ব্যাপারডা কি?"

চৌগান—পোলো খেলার ব্যাট বিশেষ, অথবা সেই খেলা। ফা. চৌগান্। তুঃ আমীর হামজা ঃ লস্করে লস্করে যদি হইল মোকাবেলা। ময়দানে হইল যেন চৌগানের খেলা।

চৌবাচ্চা—জল রাখিবার স্থান বিশেষ। ফা. চিবচ্চ্‌হ, চবচ্চ্‌হ। তুঃ সা. বি. গোলাম ঃ চারিদিকে ঘেরা রেলিং—রেলিংএর উপরে ঝুঁকলে নিচে একতলার চৌবাচ্চা উঠোন দেখা যায়।

চৌতরা—চবুতারা দ্রষ্টব্য।

চৌহদ্দি—চতুঃসীমা। সং চতুঃ হইতে হিন্দি চৌ (ফা. চহার্) +আ. হঃদ্দ্ ঃ হদ দ্রষ্টব্য।

ঃ ছ ঃ

ছইলাপ, ছয়লাপ, সইলাব, সয়লাপ—প্লাবন, স্রোতপ্রবাহ। ফা. সঈল্-আব্। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ বিয়ারের ফোয়ারা বইছে, আর শ্যাম্পেনে শ্যাম্পেনে ছয়লাপ। পুঃ জিঞ্জির ঃ মর্সিয়া-খান! গাস্‌নে অকালে মর্সিয়া শোকগীতি; সর্বহারার অশ্রু-প্লাবনে সয়লাব হবে ক্ষিতি!

ছনদ, ছন্নদ, সনন্দ—আদেশ-পত্র, দানপত্র, প্রমাণপত্র। আ. সনদ্। তুঃ পূ. গীতিকা, ২ ঃ ছন্নদ লইয়া ইশা খাঁ যায় জঙ্গলবাড়ী ঘর। পুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ আমাদের সহি সনদ যাহা বলিবেন আমি তৎক্ষণাৎ করিব। অথবা, সীতারাম ঃ তিনি এ পর্যন্ত প্রকৃত রাজা হয়েন নাই; কেননা, দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে সনন্দ দেন নাই।

ছবব—সবব দ্রষ্টব্য।

ছবি, সবি—চিত্র, আলেখ্য। আ. শবীহ। তুঃ বলাকা ঃ তুমি কি কেবল ছবি পটে লিখা? পুঃ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ঃ তপত কাঞ্চন জিনি শ্রীঅঙ্গের ছবি। প্রেমায়ে অরুণ যেন প্রভাতের রবি॥ অথবা, আ. ঘ. দুলাল ঃ নয়তো সেলেট লইয়া সবি আঁকে।

ছবুর, সবুর—সহ্যকরণ, সহিষ্ণুতা। আ. স্ববর্। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪ ঃ ছবুর মানেনা—এছাক মানেনা ছবুর। সদাই পঙ্খীর মতন উড় উড়॥ পুঃ বা. প্রবাদ ঃ সবুরে মেওয়া ফলে।

ছয়লাপ—ছইলাপ দ্রষ্টব্য।

ছরদ, ছর্দ, সর্দ, সর্দি—ঠাণ্ডাভাব, শীতল। ফা. সর্দ্ (সং শরদ)। সর্দি দ্রষ্টব্য। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪ঃ কোমরেতে তলোয়ার হাতেতে বন্দুক। ছরদ হইয়া গেল নছরের বুক॥

ছলম—শলম দ্রষ্টব্য।

ছল্লা, শল্লা, সল্লা, শলা, সলা—সৎ পরামর্শ। আ. স্বলাহঃ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ঃ কন্যারে দেখিয়ারে ভোলা পাগল হইল। মাঝি মাল্লায় ডাকিয়ারে ছল্লা যে করিল॥ পুঃ ঐ, ৪ঃ চাকরের কথা শুন্যা কান্দে দেওয়ান কালিদাস। কার সল্লাতে আমার করল সর্বনাশ॥ অথবা, বা. প্রবাদঃ কান-সল্লা, ভিতর-বুঁদে দীঘল-ঘোমটা নারী। পানা পুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী॥ আবার, ধূপছায়াঃ আমার সলা যদি নেন তবে বলব, কুট্টির সঙ্গে ফস করে মস্করা না করতে যাওয়াটাই বিবেচনার কর্ম।

ছাদেক, সাদেক—সত্যবাদী। আ. স্বাদিক্। —ই—সত্য। তুঃ গোর্খ-বিজয়ঃ মুরশিদ বলেন শুন তালেব সাদেক। সুমার করিল দম আরেক যতেক॥ পুঃ বাউল গানঃ সিংহাসনে বসে একেলা, —ছাদেকি এস্ক পয়দা করলেন মালেক আল্লা।

ছানি, সানি—পুনর্বিচারের প্রার্থনা। যেমন, ছানি মকদ্দমা। আ. ছানী—দ্বিতীয় (তুঃ নজ্বরে-ছানী—পুনর্বিচার)।

ছাপ—সাফ দ্রষ্টব্য।

ছায়াৎ, ছাহাৎ. সাইত, সাৎ, সায়েৎ—শুভক্ষণ। আ. সা'অৎ—সময় বা সা'অতে-স্'আদৎ—শুভক্ষণ। তুঃ কা. আ. ওদুদঃ পায়রাটা মেরে আজকার শিকারের ছায়াৎ করা যাক। পুঃ গোপীচন্দ্রের গানঃ চন্দন বিরিখের ডালেতে কাগা আছেত পড়িয়া। কুসাইত দেখি নিষেধ করে ঠাকুরক লাগিয়া॥ অথবা, মেঘরাগঃ কী হল শৈলেন দা? এমন সাত সকালে ফেরার তাড়া কেন?

ছালাম—সেলাম দ্রষ্টব্য।

ছালার—সালার দ্রষ্টব্য।

ছাহাৎ—ছায়াৎ দ্রষ্টব্য॥

ছাহেবান—সম্মানীয়। আ. স্বাহিঃবান্; সাহেবান দ্রষ্টব্য। তুঃ মৈ. গীতিকাঃ খেতাব হইবে তুমি মোর ছাহেবান। দরবারে পাইবা তুমি আমার ছেলাম॥

ছিআ—সিয়া দ্রষ্টব্য।

ছিন্নি, সিন্নি, শির্নি—(ভগবানকে প্রদত্ত) মিষ্ট দ্রব্য। ফা. শীরীনী—মিষ্টতা, দুগ্ধজাত দ্রব্য। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪ঃ বদরের নামে কেহ ছিন্নি মানস করে। ছেলেমেয়ের লাগি কেহ মাথা থবাই মরে॥ পুঃ ঐ, ২ঃ কেউ চায় পুত্র কন্যা সিন্নি মানিয়া। গালাগালি করে কেউ ঠগ বলিয়া॥ অথবা, ভারতচন্দ্র, স. না. ব্রতকথাঃ সদানন্দ নামে বেণে, সত্যপীরে সির্নি মেনে,—কন্যা হেতু করিল কামনা।

ছিলমালি, ছিলিমিলি, ছোলেমানি, সুলেমানি—সুলেমান সম্বন্ধীয়। আ. সুলেইমানি। তুঃ কবিকঙ্কণ চণ্ডীঃ ছিলমালী মালা করে, জপে পীর পেকাম্বরে,—পীরের মোকামে দেয় সাজ। পুঃ অন্নদামঙ্গলঃ তুর্‌কী আরবী পড়ে ফারসী মিশালে। ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে।

ছুন্নৎ—সুন্নৎ দ্রষ্টব্য।

ছুরৎ, ছুরাৎ, ছোরৎ, সুরৎ—আকৃতি, অবস্থা। আ. স্বূরৎ। —হাল—পর্যবেক্ষণ, তদন্ত; হাল দ্রষ্টব্য। -ঈ—সুন্দরী; আ. স্বূরতী—সু-আকৃতি বিশিষ্টা। হার সুরৎ—সর্ব অবস্থায় বা সকল সময়; হার দ্রষ্টব্য। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ঃ চান্দের ছুরৎ কন্যা অগ্নি হেন জ্বলে। না দেখি এমন রাজা গাবরিয়া মুল্লুকে॥ পুঃ বাউল গান, লালনঃ খোদ ছুরাতে পয়দা আদম, —এও জানা যায় অতি মরম। অথবা, মৈ. গীতিকাঃ চান্দের ছোরৎ তার সর্ব অঙ্গ জ্বলে। তোমায় দেইখ্যা পাগল হইছে সিনানের কালে॥ বা, মুক্তারাম, সারদামঙ্গলঃ জেমত নাগর সাধু তেমত যুবতী। মন অভিমত দুহে ভুঞ্জএ ছুরতি॥ আবার, বা. প্রবাদঃ আগের বিবি আগ-সুরতী, মাঝের বিবি সুয়া। শেষের বিবি নাঙ্‌-খাটানী ঠারে ভাঙ্গে গুয়া॥

ছে, সে—তিন। যেমন, ছে-পত্তনিদার—জমিদারের অধীন তৃতীয় চাষ, বা, পত্তনিদারের অধীন পত্তনিদার; ছেপায়া—তিন পা বিশিষ্ট। ফা. সিহ।

ছেওআ—সেওআ দ্রষ্টব্য।

ছেজদা, সেজদা, সিজদা—প্রণিপাত। ফা. সিজ্‌দহ। তুঃ গোর্খ বিজয়ঃ তিল প্রমাণ জায়গা নাই আঠার ছেজদা পড়ে। খোদার দোস্ত মোহম্মদ নবী সেইখানে নমাজ পড়ে॥ পুঃ কাব্য-আমপারাঃ সেজদা কর, —হও ক্রমে মোর নিকট হইতে নিকটতর।

ছেপৎ, ছেপ্ত, ছেব্‌ৎ, ছেবৎ—মোহরবদ্ধ, মোহর দ্বারা নির্দিষ্ট। আ. ছবত্ব্‌ বা ফা. সুফ্‌তহ। তুঃ রাজসিংহঃ আর পাঞ্জা ছেপ্‌ত করিতে ভুলিও না।

ছের—সের দ্রষ্টব্য।

ছেলাম—সালাম দ্রষ্টব্য।

ছোআব, সোআব—পুণ্যকর্ম। আ. স্বুবাব্। তুঃ পূ. গীতিকা, ২ঃ বাহাদুর সাহেব তখন গৌড়ের নবাব। রোজা নামাজ দানে কামাইল ছওআব॥ পুঃ তোহফাঃ দান দিতে না মাগিব প্রতিষ্ঠা সোয়াব। ধর্মভাবে প্রভু কৃপা খণ্ডাইব পাপ॥

ছোড়ান, -ই—চাবির গুছা। আ. ছুরইয়া (অথবা ইহার বহু বচন—আন্) —তারকার গুচ্ছ। তুঃ বাউল গান, লালনঃ আছে রূপের দরজায় শ্রীরূপ মহাশয় রূপের তালা-ছোড়ান তার হাতে সদায়॥

ছোরমা—সুরমা দ্রষ্টব্য।

ছোলে, সোলে—শান্তি, মীমাংসা। আ. সুল্হঃ। যেমন, সোলেনামা—আপোষ-মীমাংসা পত্র; নামা দ্রষ্টব্য।

ছোলেমানি—ছিলমালি দ্রষ্টব্য।

ঃ জ ঃ

জং—জাম দ্রষ্টব্য।

জকি, জক্‌কি—চতুর, শঠ। আ. জকী (বা ধকী)—চতুর, বলিষ্ঠ। তুঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শাঃ ক্রমে দেখুন—'রামের মা চলতে পারে না' "ওদের নবৌটা কি বজ্জাত মা' 'মাগী যে জক্কী' প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে দুই এক দল মেয়ে-মানুষ গঙ্গা স্নান লাভ কত্তে বেরিয়েছেন।

জখম—আঘাত, রক্তপাত, ক্ষতি। ফা. জ.খ.ম্। তুঃ অপসরণঃ খুন জখমের কথা এত বলিস কেন? পুঃ আ. ঘ. দুলালঃ তাতে কিছুমাত্র জখম নাই।

জঙ্—জাম দ্রষ্টব্য।

জঙ্গ—যুদ্ধ। ফা. জন্‌গ্। -ঈ—যোদ্ধা। তুঃ পূ. গীতিকা, ২ঃ জঙ্গ হইল ভারী গৌড়ের ময়দানে। মরিল দাউদ খাঁ জঙ্গে না রইল পরাণে॥ পুঃ রাজসিংহঃ নূতন নাগর ভাবিলেন, সে ভাল কথা—জঙ্গী জোয়ান আমি; হাতিয়ার ছাড়া কেন যাইব?

জঙ্গল—বন। ফা. জন্‌গল্। —ই, জঙ্‌লি—অসভ্য। ফা. জন্‌গলী। তুঃ বা. প্রবাদঃ অচেনা পথ আর জঙ্গল সমান। পুঃ গোবিন্দ দাস, বরচাঃ জঙ্গলের মধ্যে থাকি সদা লুকাইয়া। পাপে দেহ জর জর না দেখি ভাবিয়া॥

অথবা, পূ. গীতিকা, ২ ঃ জঙ্গলী পাদশা ছিল যে পাহাড়ের সরদার। সখেতে করিত বাস বনেরি মাঝার ॥

জজিরা—জাজিরা দ্রষ্টব্য।

জদিদ—নূতন, আধুনিক। আ. জদীদ্। তুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন ঃ সে মতে আমার ও মাতামহারাণীর নামে জদিদ মোহর করিলাম।

জননা, জনানা, জেনানা—স্ত্রীলোক, স্ত্রী, অন্দর মহল। ফা. জনানহ—স্ত্রী সুলভ, অন্দর মহল। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ নিজ হাতে বধ করলাম জননার পরাণ। এই দুনিয়াতে মোর নাই আর থান ॥ পুঃ আ. ঘ, দুলাল ঃ একদিন সন্ধ্যার সময় বৈষ্ণবাটীর বাটীর নিকট দিয়া একখানা জানানা সোয়ারী যাইতেছিল। অথবা, চাচা কাহিনী ঃ একি বুখারার হারেম, না তুর্কী পাশার জেনানা ?

জনাব—মহাত্মা। আ. জনাব্। —আলী—শ্রেষ্ঠ মহাত্মা। আ. 'আলী ; আলি দ্রষ্টব্য। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ পালঙ্কে বসিয়া তুমি করিবে আরাম। জনাবে থাকিবে বান্দা হইয়া গোলাম ॥ পুঃ গল্পগুচ্ছ, মুকুট ঃ ইশা খাঁ উপহাসের স্বরে হাসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "মহামহিম মহাধিরাজকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। হুজুর, জনাব, জাহাঁপনা, শাহেনশা —"।

জন্নৎ, জন্নাৎ, জেন্নাৎ—স্বর্গ। আ. জন্নৎ বা ইহার বহু বচন জন্নাৎ। তুঃ আমীরুদ্দীন, কাছাছোল আম্বিয়া ঃ আউল জেলেদ তিনি সায়েরি করিয়া। জেন্নাৎ নছিব হইল ওফাত পাইয়া ॥

জবর—শক্তি, অত্যাচার, বেশী, উপর, শ্রেষ্ঠ আ. জবর্। -জুলুম—জুলুম দ্রষ্টব্য। -দস্ত—শক্তিশালী, অত্যাচারী। ফা. দস্‌ৎ—হাত ; দস্ত দ্রষ্টব্য। তু ঃ দ্বিজ বংশীবদন ঃ গোহত্যা করিল তথা করিয়া জবর। তদন্তরে সবগুলা চলি গেলা ঘর ॥ পুঃ রবীন্দ্র, রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ঘুষাঘুষি ঃ যাহা পরের, তাহা জবর দখল করিতে চেষ্টা করিব। অথবা, যোগাযোগ ঃ জবরদস্তের হাতেই সমাজ চাবুক জুগিয়েছে। বা, শান্তি-নিকেতন, সমর তৃষ্ণা ঃ যদি দেখি যে মনের মতো ফল হচ্ছে না তাহলে জবরদস্তি করতে ইচ্ছা করে। আবার, ব্যথার দান ঃ আমায় তোমরা পেয়েছ। তবুও যে পাইনি বলে ধরতে আস, সেটা তোমার জবর ভুল। অথবা, সা. বি. গোলাম ঃ ধূমধাম করে শ্রাদ্ধ হল জবর। বা, চাচা কাহিনী ঃ আমার যখন ধর্মে এত অচলা ভক্তি তখন যে আমি এমন জব্বর পরবটাতে গরহাজির থাকব না, তা তিনি আগের থেকেই ধরে নিয়েছিলেন।

জবাই, জবে, জোবেহ—হত্যা, উৎসর্গ। আ· জব্হঃ (বা ধব্হঃ)। তু ঃ দ্বিজ হরিরাম ঃ বকরি জবাই করি, কড়ি পায় ছয় বুড়ি,—মোল্লানার হরিষ অন্তর। পু ঃ অন্নদামঙ্গল ঃ দেবী পূজা করে হিন্দু বলিদান দিয়া। যবনেরা জবে করে পেটের লাগিয়া॥ অথবা, রিক্তের বেদন ঃ জোবেহ করা জানোয়ারের মত আর কতদিন এ নিদারুণ জ্বালায় ছটফট করে মরব?

জবান—ভাষা, জিহ্বা। ফা· জবান্। -বন্দি, জমানবন্দি—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ উক্তি, সমাচার। বন্দি দ্রষ্টব্য। জবানী—মৌখিক সমাচার। ফা· জবানী—মৌখিক। বদ্ জবান—মিথ্যা ভাষ্য, গালি; বদ দ্রষ্টব্য। তু ঃ আ· ঘ· দুলাল ঃ তেনাদের জবানবন্দীতে মকদ্দমা জিতবে। পু ঃ ঐ ঃ এই অবকাশে সেরেস্তাদার ও পেস্কার নীলকরের নিকট হইতে জেয়াদা ঘুষ লইয়া তাহার বিপক্ষীয় জমানবন্দী চাপিয়া সপক্ষীয় কথা সকল পড়িতে আরম্ভ করিল। আবার, শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র ঃ শ্রীকান্তের নিজেরই মনোভাব ঐখানে রাজলক্ষ্মীর জবানীতে প্রকাশ পাইয়াছে।

জবাব, জুআপ—উত্তর, বরখাস্ত। ফা· জবাব্—উত্তর। -দেহি—উত্তরদান, দায়িত্ব। ফা· দিহ, -ঈ—দাদন্ (দেওয়া) ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য। তু ঃ মহানিশা ঃ যা বলবেন, জবাবটি না দিয়ে সয়ে থেকো। পু ঃ পূ ঃ গীতিকা, ৩ ঃ কার বা ডাকে কেবা শুনেরে; আরে ভালা, কেবা জুয়াপ দেয়। অথবা, অপসরণ ঃ উজ্জয়িনীর যদি ভাল মন্দ কিছু হয়, তবে জবাবদিহি করতে হবে তাকেই। আবার, যোগাযোগ ঃ সেই সময়কার উড়ে চাকর দধি যখন কাজে জবাব দিলে মধুসূদন সেটা গ্রাহ্যই করলে না।

জবিন—জমি দ্রষ্টব্য।

জবে—জবাই দ্রষ্টব্য।

জব্দ—সংযমিত, ধৃত, পরাজিত, অপমানিত। আ· জব্ত্—সংযম, বন্ধন। তু ঃ কমলে কামিনী নাটক ঃ কেমন জব্দ। পু ঃ ভারতচন্দ্র, বসন্ত বর্ণনা ঃ না ছিল কোকিল শব্দ, ভ্রমর আছিল জব্দ। অথবা, লোক রহস্য ঃ ··· ···এবং তাহার খরচের টাকা জব্দ হইবে। আবার, অপসরণ ঃ আমার তো মনে হয় ওতে ওরা জব্দ হবে না।

জব্রুৎ—জৌবুরৎ দ্রষ্টব্য।

জমা—সংগ্রহ, আয়ের হিসাব। আ· জম্'অ। জমাওয়াশিল বাকী—দেয় ও অনাদায় টাকার হিসাব; ওয়াশিল ও বাকি দ্রষ্টব্য। জমা খরচ—আয় ও ব্যয়; খরচ দ্রষ্টব্য। জমা খারিজ—যৌথ সম্পত্তির পৃথকভাবে দেয় খাজনা; খারিজ দ্রষ্টব্য।

জমা গুজস্তা—পূর্ব আয়ের অন্তর্ভুক্তি; গুজস্তা দ্রষ্টব্য। জমাদার—সংগ্রাহক, সৈন্য বিভাগের কর্মচারী, প্রজা; দার দ্রষ্টব্য। জমানবিশ, জমারনবিশ—হিসাব লেখক; নবিশ দ্রষ্টব্য। -বন্দি—আয়ের হিসাব পরীক্ষা; বন্দি দ্রষ্টব্য। তু: রজনী: বালিগঞ্জের প্রান্তভাগে আমার পিতার একখানি পুষ্পোদ্যান জমা ছিল—তাহাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল। পু: রবীন্দ্র, মাতাল: কতকালের কত মন্দ ভালো—বসে বসে কেবল জমা করি। অথবা, আ. ঘ. দুলাল: বেনিগারদের জমাদার চীৎকার করিয়া বলিল—।

জমাট—সংবদ্ধ, জনতা। আ. জমা'অৎ; জমাৎ দ্রষ্টব্য।

জমাৎ, জমায়ৎ, জমায়েৎ—জনতা, সভা। আ. জমা'অৎ। তু: দ্বিজ বংশী-বদন: চট পিন্ধিয়া রাজা বসিল সভাত। কাজিরে বেড়িয়া যেন সেখের জমাত। পু: দেবী চৌধুরাণী: বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল মধ্যে দেবী চৌধুরাণীর ডাকাইতের দল জমায়ৎবস্ত হইয়াছে—ডাকাইতের সংখ্যা নাই। অথবা, চাচা কাহিনী: রান্নাঘরে সকাল বেলা সবাই জমায়েত।

জমানৎ, জামানত—প্রতিভূ, নিরাপত্তা, জামিন। আ. জমানৎ। -নামা—নিরাপত্তাপত্র। তু: নীলদর্পণ: নাজির মহাশয়, রীতিমত জামানৎনামা লেখাপড়া করিয়া নাও।

জমানবন্দি—জবান দ্রষ্টব্য।

জমায়ৎ, জমায়েৎ—জমাৎ দ্রষ্টব্য।

জমি, জমীন, জবিন—ভূমি, মাটি, সূচিশিল্পাভরণ। ফা. জমীন্। -আৎ, জমিয়াৎ—ভূসম্পত্তি। আ. আৎ—বহু বচনের চিহ্ন—ভূম্যাদি। —জমা—স্থাবর সম্পত্তি; জমা দ্রষ্টব্য। —জিরাৎ—চাষযোগ্য ভূমি। ফা. জমীনে-জিরা'অৎ। -দার—ভূম্যাধিকারী; দার দ্রষ্টব্য। তু: মৈ. গীতিকা: আরবার পরণা কাজী জাহীর করিয়া। বাজেপ্ত করিল জমী ঝাণ্ডাগারি দিয়া॥ পু: ঐ: এত শুনি জমিদারের ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে। মানিকে বান্ধিয়া তবে রাখে খুন-শালে। অথবা, ভারতচন্দ্র: বন্দগী করিবে বন্দা জমীনে ঠুকিয়া। করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া॥ আবার, পূ. গীতিকা, ৪: মালেকের বাপ ছিল পাড়ার মাদবর। দেওগাঁয় জাগা জবিন আছিল বহুতর॥ বা, নীলদর্পণ: পরে জমিয়াতের মালেকান রাইয়তদিগের কুটিতে ধরিয়া আনিয়া বেওরাওয়ারি করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন। পু: কথা, স্পর্শ-মণি: জমিজমা আছে কিছু, করে আছি মাথা নিচু,—অল্পস্বল্প পাই। অথবা, সা.

বি. গোলাম ঃ মরবার আগে জমি জিরেতের পাওনাগণ্ডা সব বুঝে নেই তো —মরে গেলে কে আর দেবে—। বা, রাজশেখর, লম্বকর্ণ ঃ প্রথমেই নজরে পড়ে একটি কার্পেট-বোনা ছবি, কাল জমির উপর আশমানী রঙের বিড়াল।

জর, জহর—বিষ। ফা. জহর্। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ ঃ মনে লয় জর খাইয়ারে — আরে দুঃখু এই জ্বালা পাশরি। পুঃ তারাশঙ্কর, মাটি ঃ তবে আমি দরিয়ায় ঝাঁপ দেব, নয়ত জহর মানে বিষ খাব।

জর—স্বর্ণ। ফা. জর্। -ই—সোনালী। ফা. জরীন্। —দার—ভাগ্যবান ; দার দ্রষ্টব্য। — কশি, বা জরদজি—সোনার কাজ করা। ফা. কশী বা -দূজী। তুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন ঃ গোসাঞী মজকুর আমার ভূম ও মাল আমোআল আপন দস্ত করিয়া জরদার হইয়াছে। পুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ মাথায় জরির কাজ। অথবা, নৌকাডুবি ঃ আর এক কোণে সোনালি জরি দিয়া একটি পদ্ম আঁকা। বা, ভারতচন্দ্র ঃ বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চীরা। মানিক কলগী তোরা চকমকে হীরা॥ আবার, রাজসিংহ ঃ ভিতরে জরদোজী কামদার মখমল।

জর্দা—পানের এক প্রকার মসল্লা। ফা. জর্দহ—হলুদ রং বিশিষ্ট ; বা জর্-দিহ—স্বর্ণযুক্ত ; জরদ দ্রষ্টব্য।

জরকশি—জর দ্রষ্টব্য।

জরদ—হরিদ্রা বর্ণ। ফা. জর্দ্। জর্দা দ্রষ্টব্য। তুঃ নীল দর্পণ ঃ ও বোন, এই খানটি যে ডুবিয়েছো, লালের পর জরদ তো খুলে না।

জরদোজী—জর দ্রষ্টব্য।

জরমানা—জরিমানা দ্রষ্টব্য।

জরি—জর দ্রষ্টব্য।

জরিবানা, জরিমানা—অর্থদণ্ড। আ. জুর্ম্—অন্যায়, শাস্তি ; ফা. আনহ—সম্বন্ধ সূচক প্রত্যয় ঃ শাস্তি বিষয়ক বা অর্থদণ্ড ; আনা দ্রষ্টব্য। তুঃ লীলাবতী ঃ নালিস না করে যে টাকাটা আমার জরিবানা হবে সেই টাকাটা আমার নিকট চেয়ে নাও। পুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ অন্যান্য আসামীর এক এক মাস মিয়াদ এবং ত্রিশ ত্রিশ টাকা জরিমানা। অথবা, সীতারাম ঃ হাজার আশরফি জরমানা দিবে।

জরুর—আবশ্যক, দরকারী। আ. জরূর্। -ই—নিশ্চিত, আবশ্যকীয়। আ. জরূরী। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ এতে তোমার জরুর অপমান বোধ হওয়া উচিত। পুঃ ঘরে বাইরে ঃ আমি জানি, এই সমস্ত জরুর যখন তাগিদ করে আখেরকে তখন ভাসিয়ে দিতে হয়। অথবা, চতুরঙ্গ ঃ এই ইতিহাসে সেগুলো জরুরি কথা নয়। আবার, অপসরণ ঃ মা এমনভাবে বল্লেন যেন স্নেহময়ের কী একটা জরুরি কাজ আছে।

জল্‌দ, জল্‌দি—শীঘ্র। ফা. জল্‌দ্। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ চিত্তে বুঝি দেখ যদি কর ইতে আন। মোর বাড়ী ছাড়িয়া জল্‌দি করহ প্রস্থান॥ পুঃ তারাশঙ্কর, ইমারত ঃ কাজ-কাম হাতে হাতে রয়েছে—জলদি সারিয়ে দিতে হবে।

জলবাশ—অশ্বারোহী সৈন্য, খাজনা আদায়কারী। আ. জল্‌—অশ্ববল্গা + ফা. বশ্‌—অধিকার বা সম্বন্ধ সূচক প্রত্যয় ; বা ফা. জিল্‌বাজ (বা জিল্‌বাধ্‌)—খাজনা আদায়কারী। তুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ উজবক জলবাশে, ঘিরিয়াছে চারি পাশে, —রোহেলা জল্লাদ আদি যত।

জলসা—নাচ-গানের সমাবেশে সামাজিক অনুষ্ঠান। আ. জল্‌সহ—মিলন-স্থান, বৈঠক। তুঃ নজরুল, বুলবুল ঃ ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি?

জলুস, জৌলশ, জৌলুস—বসা কার্য, (সিংহাসনে) আরোহণ, দীপ্তি, জাক-জমক। আ. জল্‌স। তুঃ চি. প. স. চিত্র ঃ সন ৫ জলুস সালের ১৫ই মহরম তারিখে সোনার গ্রামের মুৎসুদ্দী ও গোমস্তাকে এই পরয়ানা দেওয়া গেল। পুঃ চাচা কাহিনী ঃ সেই মেলার জৌলুশ তত বেশী। আবার, মু. গু. জীবনচরিত (বঙ্কিম) ঃ যেথায় হোম সাহেব এজলাসে বসিয়া দুনিয়া জলুস করিতেছিলেন।

জল্লাদ, জহ্লাদ—ঘাতক। আ. জল্‌লাদ্। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ এই মতন মনে মনে করিয়া বিবেচনা। জল্লাদে ডাকিয়া বিবি করয়ে মন্ত্রণা॥ পুঃ পূ. গীতিকা, ৪ ঃ হস্ত হইতে খুল্যা কন্যা হীরার কঙ্কন। জহ্লাদের হস্তে দিয়া জুড়িলা ক্রন্দন॥ অথবা, শোধবোধ ঃ এখন ছেলের উপর কোন জল্লাদি করতে চাও, খোলসা করে বল।

জহৎ—জন্যে। আ. জিহৎ—কারণ। তুঃ চি. প. স. চিত্র ঃ জহৎ খরচ জায়।

জহর—জর দ্রষ্টব্য।

জহর—মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ। আ. জৌহর—রত্ন। জহরৎ দ্রষ্টব্য। জহরি, জহুরি, জুহরি—রত্ন বিক্রেতা, বিশেষজ্ঞ। আ. জৌহরী। তুঃ জুহরি জহর চিনে বেনে চিনে সোনা। পীর প্যাগাম্বর চিনে সাধু কোন জনা॥ পুঃ সা. বি. গোলাম ঃ মতিবাবু তো জহুরী লোক, তিনি পর্যন্ত খেয়ে ধরতে পারেন না আজ্ঞে—জিজ্ঞেস করলাম—কী তামাক বলুন দিকি মতিবাবু? অথবা, শিশু (রবীন্দ্র) ঃ সোনা রুপো আর হীরে জহরৎ পোঁতা ছিল সব মাটিতে। জহরি যে যত সন্ধান পেয়ে নে-গেছে যে যার বাটীতে।

জহরৎ—মূল্যবান প্রস্তরাদি। আ. জৌহরাৎ (জৌহর শব্দের বহুবচন ঃ জহর দ্রষ্টব্য)। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ তাহাদিগের সর্বদা ইচ্ছা যে জরি জহরৎ ও মুক্তা প্রবাল পরিব।

জহরা, জহুরা—দয়া, সৌন্দর্য। আ. জহরহ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪ ঃ দেশে জাহির হইল তাহার জহরা। কেউ চায় তাবিজ কবচ কেউ চায় বা জলপড়া॥ পুঃ রঙ্গবাহার (আ. ম. খাঁ) ঃ জহুরা বড়ই তার, বাঘ-পিঠে সে সওয়ার—হৈয়া ফেরে রাত নিশি কালে।

জহরি—জহর দ্রষ্টব্য।

জহুরা—জহরা দ্রষ্টব্য।

জহ্লাদ—জল্লাদ দ্রষ্টব্য।

জা—স্থান। ফা. জা (সং য়া)। যেমন, একজায় (এক সঙ্গে)। জায় ও জায়গা দ্রষ্টব্য।

জাইগীর, জায়গীর—ভূদান। ফা. জাগীর্। —দার—ভূদান অধিকারী। গীর এবং দার দ্রষ্টব্য। তুঃ মানিক গাঙ্গুলি ঃ জয়গ্রাম জাইগির পাবে যত্নে কই শুন। পুঃ অপসরণ ঃ যদি তার পূর্ব পুরুষদের সেই জায়গীর থাকত।

জাইদা—জিয়াদা দ্রষ্টব্য।

জাগা—জায়গা দ্রষ্টব্য।

জাজিম—বিছানার নীচে পাতিবার বড় গদি। ফা. জাজিম্—কারুকার্য বিশিষ্ট সুন্দর বিছানা। তুঃ নৌকাডুবি ঃ রমেশ তখন বাহিরের ঘরের জাজিম-পাতা মেজের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া—।

জাজিরা—নদীগর্ভে স্রোতদ্বারা উৎপন্ন বালুকাময় স্তর বিশেষ; যেমন, জজিরা চর। আ. জজীরহ—দ্বীপ। জিঞ্জির দ্রষ্টব্য।

জাত—মূল, আদি। আ. জাৎ (বা ধাত্‌ঃ সং ধাতু)। -ই—মৌলিক। আ. ধাতী। তুঃ লালন-গীতিকা ঃ করোরে পেয়ালা কবুল শুদ্ধ ইমানে। মিশবি যদি জাত সেফাতে এ তনু আখেরের দিনে॥ পুঃ রাগ মারিফৎ (রহিমুদ্দিন) ঃ এই নাম পাশরিলে মরণ হইবে সেই কালে গো। এগো জাতি আর ছিফাতি নুরে ঐ নামের ভেদ খানি।

জাদ—চুল বাঁধিবার রজ্জু বিশেষ। আ. জ'অদ—কোঁকড়ান চুল। তুঃ গোপীচন্দ্রের গান ঃ লৈক্ষ টাকার জাদ দিলা চুল বান্ধিবার।

জাদা—জিয়াদা দ্রষ্টব্য।

জাদা—পুত্র, যেমন শাহজাদা—রাজপুত্র ঃ শাহ দ্রষ্টব্য; খানাজাদ ঃ খানা দ্রষ্টব্য। ফা. জাদহ (সং জাত, প্রাকৃত জাদ)। তুঃ দ্বিজ বংশীবদন ঃ বড় বড় তাজী ঘোড়া করি নানা সাজ। শেখজাদা সব চলে যেন গজরাজ।

জাদু—জাদা হইতে আদরার্থে; জাদা দ্রষ্টব্য। তুঃ নীল দর্পণ ঃ জাদু মোর, সোনার চাঁদ মোর, ওমন ধারা কেন কচ্চো মা। পুঃ পরশুরাম, কৃষ্ণমঙ্গল ঃ পাড়ার লোকে না জানে সাধের জাদু মোর। জার ঘরে জায় শেহি বোলে ননী চোর॥

জাদু—কুহক, ভেল্কী। —কর, —গর—মায়াবী। ফা. জাদু-গর্‌। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ তাঁহার জাদুতে যিনি পড়েন তাঁহার দফা একেবারে রফা হয়।

জান—স্ত্রীলোক, স্ত্রী। ফা. জন্‌। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ জানবাচ্চা এক খাদে, গাড়িব হারামজাদে, —তবে সে জানিবি মোর দন্ত।

জান—জীবন, প্রাণ-প্রিয়। ফা. জান্‌। —ওয়ার—প্রাণী, জন্তু। ফা. জান্‌বার্‌। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ জান যায় হায় হায় মাফ কর বাবা। পুঃ চাচা কাহিনী ঃ আমি যে পরিচয় করার জন্য জান-কবুল সেটা ঢেকে চেপে। অথবা, রাজসিংহ ঃ "আয় রে জান আয়!" বলিয়া পিসী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইল। আবার, মা. চ. রাজার গান ঃ পানকউড়ি জানোআর হইল মূরত বদলাইয়া।

জানাজা, জেনাজা—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, শব, শবাধার। আ. জনাজ.হ। তুঃ পু. গীতিকা, ৩ ঃ তারপর জানাজার নমাজ পড়িয়া। আওরাতে লইয়া গেল খাটেতে তুলিয়া।

জানালা—জননা দ্রষ্টব্য।

জানোয়ার—জান দ্রষ্টব্য।

জান্নব—জাহান্নম দ্রষ্টব্য।

জাফরান—রং বিশেষ। আ. জ'অফরান্। তুঃ ক্ষুদিত পাষাণ (রবীন্দ্র) ঃ তাহার জাফরান রঙের পায়জামা—।

জাফ্‌রি, জাফরী—ফাঁকা ফাঁকা বুননযুক্ত চাঁচ, কারুকার্য করা পর্দা। আ. জ'অফ্‌রী। তুঃ বিভূতি ভূষণ, রোমান্স ঃ বেশ জ্যোৎস্না রাত, কম্পাউণ্ডের বাঁ ধারে ছোট্ট ফুল বাগান, জাফরিতে মাধবীলতা এঁকে বেঁকে উঠেছে।

জাবতা, জাবাদা, জাবেতা, জাবেদা—নিয়মানুগত, বিধিবদ্ধ, বিচারপতির আদেশ। অ. জাবিত্বহ=আইন, নিয়ম। তুঃ চি প. সমাজ চিত্র ঃ যদি ..... একরার লিখিঞা জাবাদা করেন। পুঃ রজনী ঃ বিষ্ণুরাম একটি জোবানবন্দীর জাবেতা নকল আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এক্ষণে দেখুন, এই জোবানবন্দী কাহার?"

জাম, জং—মরিচা। ফা. জন্‌গ্। তুঃ ব্যথার দান ঃ সেটা আবার রোজই 'ওয়েল্ড' হচ্ছে, তার কোথাও একটু জং ধরে না।

জামা—পরিচ্ছদ। ফা. জামহ। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ শিরে চীরা জামা গায়, কটি আঁটি পটুকায়, —দাসু-বাসু সঙ্গে দুই দাস।

জামানত—জমানৎ দ্রষ্টব্য।

জামাল, -ই—সুন্দর। আ. জমাল্। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ শুন্যাছি তোমার কন্যা ছুরৎ জামালী। আমার কাছে বিয়া দিয়া ভোগ ঠাকুরালী॥

জামিন—প্রতিভূ, নিরাপত্তার জন্য গচ্ছিত অর্থ। আ. জ্বামিন্। —দার —প্রতিভূরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ কোথাও বা পেশাদার জামিনেরা তীর্থের কাকের ন্যায় বসিয়া আছে। পুঃ প্রা. ক. গান, রাম বসু ঃ আমার যৌবন হবে জামিনদার। পীরিতেরই খাতক, আমি হব হে তোমার॥

জামিয়ার—জামেয়ার দ্রষ্টব্য।

জামে—সংঘবদ্ধ। আ. জাম্'অ। যেমন, জামে মসজিদ—যে মসজিদে সকলে একত্র হইয়া প্রার্থনা করে। তুলনীয় জুম্মা মসজিদ ঃ জুম্মা দ্রষ্টব্য।

জামেয়ার, জামিয়ার—সুন্দর কারুকার্য বিশিষ্ট মূল্যবান শাল। ফা. জামহ-বার—পরিচ্ছদ তুল্য; জামা দ্রষ্টব্য। তুঃ যোগাযোগ ঃ প্রভু-পরিবারের মর্যাদা রক্ষার উপযুক্ত পুরানো দামি জামিয়ার গায়ে।

জায়—স্থান ঃ জা ও জায়গা দ্রষ্টব্য। ফা. জায়। —এ নমাজ—প্রার্থনার স্থান বা প্রার্থনা করিবার আসন। নমাজ দ্রষ্টব্য। তুঃ বাউল গান, রশীদ ঃ শুধু জায়নামাজে মাথা তোমার ঠুকো না।

জায়গা, জাগা—স্থান। ফা. জায়গাহ ঃ গা দ্রষ্টব্য। তুঃ বা. প্রবাদ ঃ আপনি জায়গা পায়না শঙ্করাকে ডাকে।

জায়গীর—জাইগীর দ্রষ্টব্য।

জায়দা—জিয়াদা দ্রষ্টব্য।

জায়েজ—নিয়মানুগ, বিধিবদ্ধ। আ. জা'ইজ.। তুঃ অচিন্ত্যকুমার, নুরবানু ঃ স্বামীর সঙ্গে এক রাত্রিও যদি সংসার না করে তবে বিয়ে জায়েজ হয় কি করে? না-জায়েজ দ্রষ্টব্য।

জার—প্রাচুর্য অর্থে প্রত্যয়। ফা. জ.ার্। যেমন, গুলজার ঃ গুল দ্রষ্টব্য।

জারজার—অতি কান্না। ফা. জ.ার্ জ.ার্ (তুঃ সং জর্জর)। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ মায়ে কান্দে ঝিয়ে কান্দে কান্দি জারজার। গাছের ডালে বসি কান্দে পবন পক্‌খী আর॥

জারি—প্রকাশ, প্রচার। আ. জারী। -জুরি—আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার। তু ঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ তাঁহাদিগের হুকুম এদের সর্বস্থানে জারি হয়। পু ঃ অপসরণ ঃ আর সে তার সব জারিজুরি সত্ত্বেও খাঁচার পাখী। তুলনীয় নামজারী। নাম দ্রষ্টব্য।

জারি—দুঃখ, কান্না। ফা. জারী; জার জার দ্রষ্টব্য। তু ঃ রজনী ঃ আমি জারি করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম যে একটু হটিয়াছি। তুলনীয় জারী গান (দুঃখের গান?)।

জাল—কৃত্রিম। আ. জ'অল্। -ইয়াৎ,-বাজ—প্রবঞ্চক। তু ঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ ঠক চাচা জাল এত্তেহামে গেরেফ্‌তার হইয়াছে। পু ঃ রবীন্দ্র, বিনি পয়সার ভোজ ঃ আমি ভদ্রলোক। চোর নই, জালিয়াৎ নই। অথবা, ঐ ঃ বিবিধ প্রবন্ধ (পনেরো-আনা) ঃ অন্য পাঁচ জনের চেয়ে একটুখানি ফলাও অধিকার পাইবার জন্য কত লোকে জাল জালিয়াতি করিয়া ইহকাল পরকাল খোয়াইতে উদ্যত। আবার, হু. প্যাঁ. নক্‌সা ঃ তাঁর সংস্কার ছিল, বাঙ্গালিদের মধ্যে প্রায় সকলেই মিথ্যাবাদী ও জালবাজ।

জালা—বড় মাটির জলপাত্র। ফা. জর্‌রহ। তু ঃ নীলদর্পণ ঃ ঢাকাই জালার কাছে ঠাণ্ডা জলের কুঁজো।

জালিম—অত্যাচারী। আ. জ্বালিম্। তু ঃ তোহফা ঃ জালিমের যত পুণ্য মজলুমে পাইব। কেবল রোজার পুণ্য নিতে না পারিব॥

জাসুস, যাশুস—গুপ্তচর। আ. জাসূস্। তু ঃ চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যঃ রাজারা ত্রিশুল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে। পথিক পাইলে 'জাশুস' বলি লয় প্রাণে॥ পু ঃ নাগিনী কন্যার কাহিনী ঃ সর্বনাশীরা কাজ পশু করার যাশুস ; হাতের কাজ পড়ে আছে আমাদের।

জাহাজ—অর্ণবপোত। আ. জাহাজ। তু ঃ পূ. গীতিকা, ৪ ঃ ছিঁড়িল পালের রশি ভাঙ্গিল মাস্তুল। জাহাজের মাঝে তখন পড়ে হুলুস্থুল॥ পু ঃ অপসরণ ঃ বিদ্যের জাহাজ, ইচ্ছে করলে হাসতে হাসতে পি. এইচ. ডি. হয়।

জাহান, জাহাঁ—পৃথিবী। ফা. জহান্। -গীর, -দার, -পনা—সম্রাট, পৃথিবীর মালিক বা আশ্রয়দাতা ; গীর, দার ও পনা দ্রষ্টব্য। জাহানবাজ—সুচতুর ; বাজ দ্রষ্টব্য। শাহজাহান—সম্রাট ; শাহ দ্রষ্টব্য। তু ঃ ভারতচন্দ্র ঃ শুনি জাহাঙ্গীর বড় দিলগীর হয়ে। মশানে চলিলা ভয়ে দস্তবস্ত হয়ে॥ পু ঃ ঐ ঃ মানসিংহ জোড়হাতে, অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে,—কহে জাহাঁপনা সেলামত। অথবা, অপসরণ ঃ লোকটি জাহাঁবাজ হলেও শক্তিমান।

জাহান্নম, জান্নব—নরক। আ. জহন্নুম্। তু ঃ শোধবোধ ঃ কেন, কোথায় যাবে ? —জাহান্নমে। পু ঃ লীলাবতী ঃ একেবারে জান্নবে গিয়েছে। অথবা, আ. ঘ. দুলাল ঃ তোমার এক কবিলা, মোর চেট্টে—সব জহান্নমে ডাল দেও।

জাহির, জাহের—প্রকাশ। আ. জ্বাহির্। তু ঃ মৈ. গীতিকা ঃ যে যাহা মানত করে সিদ্ধি হয় তার। হেকমত জাহির হৈল দেশের মাঝার॥ পু ঃ বাউল গান, লালন ঃ আবার তারে মেহের করে, আপনি লাগালে কিনারে,—জাহের আছে ত্রিসংসারে।

জাহিল—বোকা, কপর্দকহীন, ভবঘুরে। আ. জাহিল্। তু ঃ ঢোঁ. চ. মানস ঃ ভূপলাল হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—'জাহিল আওরৎ কিছু বুঝবে না কথাটা, আর করে দাও করে দাও।' পু ঃ পূ. গীতিকা, ৩ ঃ জাহিল হইয়া মনসুর ফিরে বনে বনে।

জাহের—জাহির দ্রষ্টব্য।

জিকির—জিগর দ্রষ্টব্য।

জিগর—যকৃৎ,হৃদয়। ফা. জিগর্। তু ঃ রিক্তের বেদন ঃ —যেখানের লোকের তৃষ্ণা মিটাত দেশদ্রোহী আর দেশশত্রুর 'জিগরের খুন।'

জিগর, জিগির, জিকির—উক্তি, মন্ত্র। আ. জিক্‌র্ (বা যিক্‌র্)—স্মরণ, মন্ত্র। তু ঃ বিজয় গুপ্ত ঃ খোদার নাম জিগির করি কেহ কাছে নাই। বড় ভাগ্যে ভাণ্ডিয়া আসিনু তোমার ঠাঞি॥ পুঃ গোর্খ বিজয় ঃ ডিমের ভিতরে ধনি ছাড়িল জিকির। হুহুঙ্কার শব্দে ডিমের হৈল দুই চির॥

জিজিয়া, জেজিয়া, জেজেয়া—(বিধর্মী দ্বারা দত্ত) কর। আ. জিজি.য়হ। তুঃ রাজসিংহ ঃ ঔরঙ্গজেব এক্ষণে আজ্ঞা দিলেন যে, রাজপুতনার রাজপুতেরাও জেজেয়া দিবে।

জিজির, জিঞ্জলি, জিঞ্জির—শৃঙ্খল, দ্বীপান্তর। ফা. জিন্‌জীর্—শৃঙ্খল। তুঃ ঘনরাম ঃ সোনার জিজির দিল, কানে দিল সোনা। পুঃ গোর্খ-বিজয় ঃ কানের গলায় দেহ লোহার জিঞ্জলি। আবার, মঙ্গলচণ্ডীর গীত ঃ সাধু বন্দী করে কটোয়াল নৃপতি আজ্ঞায়। লোহার জিঞ্জিরে বান্ধে হাতে আর গলায়॥ অথবা, আ. ঘ. দুলাল ঃ এক্ষণে যদি জিঞ্জির[১] যায় তাহার পরিবারগুলা অনাহারে মারা যাইবে।

জিদ, জেদ—একগুঁয়েমি, দৃঢ় সংকল্প। আ. জিদ্দ্। -ই—একগুঁয়ে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তুঃ রবীন্দ্র, পুনশ্চ ঃ অনিল জিদ করেছিল হবে না বিয়ে। পুঃ অপসরণ ঃ তথাপি উজ্জয়িনীর জেদ দেশে ফিরতে হবে। অথবা, কমলে কামিনী নাটক ঃ আমার জেদ যদি না রইল, তারও জেদ থাকবে না। আবার, চাচা কাহিনী ঃ হিম্মৎ সিংয়ের মত জেদী আর একরোখা লোক আমি আমার জীবনে দুটি দেখিনি।

জিন, জিনি—অপদেবতা, দৈত্য, ভূত। আ. জিন্। তুঃ কৃত্তিবাস ঃ দেব দানব জিন বেটা ব্রহ্মার কারণ। বানর হইয়া তোর বধিব জীবন॥ পুঃ পূ. গীতিকা, ২ ঃ জিন পরী কিছু নাকি দেখিছ নয়নে। রাত্র নিশাকালে কিছু দেখিছ স্বপনে॥ অথবা, গড়-শ্রীখণ্ড ঃ কিন্তু খটকা লেগেছে তারও, জমির এই স্বল্প মূল্য কি প্রকৃত কোনো ব্যাপার, না জিন-পরীর খেলা। আবার, হু. প্যাঁ. নক্‌শা ঃ যা মনে করেন, সেই জিনিষই জিনি দ্বারা আনাতে পারেন।

জিন, জীন—ঘোড়ার পিঠের চর্মাসন। ফা. জীন্। তুঃ কমলে কামিনী নাটক ঃ কেন জিন আছে, রেকাব আছে, লাগাম আছে, এতে কি তোমার মন উঠে না? পুঃ বা. প্রবাদ ঃ হাতী পর হাওদা, ঘোড়া পর জিন। জল্‌দি আও জল্‌দি আও ওয়ারেন হেষ্টিন॥

১. দ্বীপান্তর অর্থে। কেহ কেহ জিঞ্জিরকে আ. জজীরহ (দ্বীপ) শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছেন। জাজিরা দ্রষ্টব্য।

জিনিষ—দ্রব্য, সারবস্তু। আ. জিন্‌স্‌। —ওয়ার—ফসলের হিসাব অনুযায়ী (কর নির্ণয়)। ফা. জিন্সবার্‌ (জম্‌'অ বন্দী)। বজনিস—খাঁটি; বজনিস দ্রষ্টব্য। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ঃ কত জিনিষ বেচে কেনে দিলে বড় খুসী। সদাইগরি করে সাধু গদির মাঝে বসি॥

জিন্দগী, জিন্দিগী, জিন্দেগী—প্রাণ, জীবন। ফা. জি.ন্দগী। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ আদমির হুরমত ও কুদরত গেলে জিন্দিগি ফেলতো। পুঃ চাচা কাহিনী ঃ খুদাতালা তাঁর জিন্দেগী দরাজ করুন।

জিন্দা, জেন্দা—জীবিত। ফা. জি.ন্দহ। তুঃ চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য ঃ তুমি এক জিন্দা পীর মহা পুণ্যবান। কেতাব কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান॥ পুঃ বাউল গান, ফকির পাঞ্জ শাহ ঃ ও সে তীর্থ-ধর্ম ত্যাজ্য করে স্বরূপ-নিষ্ঠা করেছে। ও সে গরল খেয়ে সরল হয়ে জেন্দা মরা মরেছে।

জিন্দিগানি—জীবন ফা. জি.ন্দগানী। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ঃ ঘরবাড়ী টাকা পয়সা মিছা জিন্দিগানি। টলমল করে যেমন কচু পাতার পানি॥

জিন্দিগী, জিন্দেগী—জিন্দগী দ্রষ্টব্য।

জিম্বা, জিম্মা—দায়িত্ব, নিরাপত্তা, গচ্ছিত রাখা। —দার—যাহার নিকট গচ্ছিত রাখা হয়। আ. জি.ম্মহ এবং ফা. দার্‌। —ওয়ারী, —দারী—দায়িত্ব। ফা. -ব্বারী এবং -দারী। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ রামলালের মানস যে দুই একজনকে ধরিয়া আনিয়া নিকটস্থ দারোগার জিম্মা করিয়া দেন। পুঃ লীলাবতী ঃ ভগা তাঁতীকে আর ললিতকে ইনিস্পেক্‌টারের জিম্বা করে দেন। অথবা, অবিশ্বাস্য ঃ ওপর-ওলার অপরাধের বিচার করবেন তাঁর ওপর-ওলা, গুরুর বিচার করবেন ভগবান, চেলার তাতে কিসের জিম্মেদারি। আবার, সতুবক্সির উপাখ্যান ঃ তাইতে কলিমুদ্দিন এগিয়ে এসে ওয়াদা দিয়েছিল—শ-রুপেয়ার জিম্মেবারী তার।

জিম্মেদারী, জিম্মেবারী—জিম্বা দ্রষ্টব্য।

জিয়াদা, জাইদা, জাদা, জায়দা, জেয়াদা—অতিরিক্ত, অধিক। আ. জিয়াদহ। তুঃ বা. প্রবাদ ঃ মাগ করবে জাদা, ভুঁই করবে কাঁদা। পুঃ জামাই বারিক ঃ ছোট মুখে বড় কথা জেয়াদা দিন থাকে না।

জিয়াফৎ, জেফৎ—নিমন্ত্রণ, অভ্যর্থনা। আ. জ্বিয়াফৎ। তুঃ পূ. গীতিকা, ২ ঃ দুই ভাগিনায় করল জেফৎ সুবিস্তারে। আর করল জেফৎ করিমুল্লা বীরে॥

জিয়ারৎ, জেয়ারৎ—দর্শন বা পুণ্য-দর্শন, তীর্থ ভ্রমণ। আ. জি.য়ারৎ। তুঃ জহুরা নামা (ম. খাতের) ঃ বিবি শুদ্ধা আসিয়া যে খোসাল অন্তরে। জিয়ারৎ করে যাব মোবারক গোরে॥ পুঃ পূ. গীতিকা, ৩ ঃ মাঝে মাঝে দেখা যায় ময়দানের উপরে। আয়রার কবর পীর জেয়ারৎ করে॥

জিরাৎ—জমি-জিরাৎ দ্রষ্টব্য।

জিল, জিল্লা, জেল্লা—চাকচিক্য, ঔজ্জ্বল্য। আ. জিলা বা জল্লহ। তু ঃ ইসলাম প্রসঙ্গে ঃ সব মানিকের এক জেল্লা। পু ঃ অভিনেত্রী (আশাপূর্ণা) ঃ ··· ··· মুখের গড়নটা কিছু বদলেছে, গায়ের রঙের জেল্লাটা গেছে কমে, তবে চুলে যে পাক ধরেছে সেটা এক নজরে চোখে পড়ে না।

জিলা, জেলা—একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনাধীন স্থান। আ. জ্বিল'অ। তু ঃ রবীন্দ্র, আত্মশক্তি ঃ বাংলাদেশে এমন জেলা নাই, যেখানে নানাস্থানে বৎসরে নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে। পু ঃ ঐ, সমূহ ঃ ইতিমধ্যে অনেক বাঙালি জিলা-শাসনের ভার পাইয়াছে।

জিল্লা—জিল দ্রষ্টব্য।

জিহাদ—জেহাদ দ্রষ্টব্য।

জীন—জিন দ্রষ্টব্য।

জুআন, জোয়ান—যুবক, বলবান, তরুণ। ফা. জুবান (সং যৌবন)। তু ঃ বা. প্রবাদ ঃ আভাগীর বক্‌ত, —জোয়ান দেখে ধরলাম ভাতার, সেও হাগে রক্ত।

জুআপ—জবাব দ্রষ্টব্য।

জুজ—(পুস্তকের) অংশ। আ. জুজ্‌। -বন্দী—(বই) বাঁধান, বন্দী দ্রষ্টব্য। যেমন, জুজ সেলাই বা জুজবন্দী সেলাই।

জুদা—পৃথক, আলাদা। ফা. জুদা। তু ঃ পদামৃতমাধুরী, চণ্ডীদাস ঃ অধর সুধা, পড়িছে জুদা, —দশন-মুকুতা শশী। পু ঃ বাউল গান ঃ খোদার খোদা—নাই সে জুদা—আরশে খোদা দেলের ঘরে।

জুব্বা—জোব্বা দ্রষ্টব্য।

জুম—অত্যাচার। আ. জুল্‌ম্‌ ঃ জুলুম দ্রষ্টব্য। তু ঃ ভারত চন্দ্র ঃ এত জুম্‌ আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা। ভাঙ্গিয়া ফেলিলা কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িলা।

জুমা, জুম্মা—শুক্রবার, সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের মসজিদে প্রার্থনার দিন, একত্রিত করণ। আ. জুম্‌'হ। জামে দ্রষ্টব্য। তু ঃ রাজকাহিনী ঃ সে দিন শুক্রবার

মুসলমানদের জুম্মা। পু ঃ কবি ষষ্ঠীবর ঃ সেই দিন জুমাবার পেগাম্বরী রোজা। অথবা, সুরধুনী কাব্য ঃ আল্লার মন্দির জুম্মা মসজিদ সুন্দর। বিনির্মিত উচ্চ এক শিলার উপর॥

জুলপি, জুলফি—কর্ণের নিকটস্থ কেশ। ফা. জুল্‌ফ্‌—কুঞ্চিত কেশ। তু ঃ সাধবার একাদশী ঃ বাঙ্গাল, ঝাঁকড়া চুল, জুল্‌পি বয়ে সরষের তেল পড়ছে।

জুলম— জুলুম দ্রষ্টব্য।

জুলাপ, জোলাপ—বিরেচক ঔষধ। আ. জুল্লাব্‌। তু ঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ কেহ বলে আমাদের শাক মাছ-খেকো নাড়ী জোঁক, জোলাপ, বেলেস্তারা হিতে বিপরীত হইতে পারে।

জুলুম, জুলম—অত্যাচার; জুম দ্রষ্টব্য। আ. জুল্‌ম্‌। তু ঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ নীলকর বেটাদের জুলুমে মুলুক খাক হইয়া গেল। পু ঃ অবিশ্বাস্য ঃ গ্রামের জুলুম-বাজ জমিদারের ভয়ে যখন প্রজারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তখন তুমি কি সবসময় ধর্মের 'শোলোক' কপচাও?

জুলেখা, জোলেখা—আদর্শ প্রেমিকার প্রতীক ঃ ফারসী প্রেমকাব্যের ইউসুফ-জোলেখা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার তুল্য। আ. জুলয়খা—কোরাণের মহীয়সী প্রেমিকা-চরিত্র। তু ঃ পূ. গীতিকা, ৪ ঃ ভিখারীয়ে পাইলো যেন সোনা ভরি ভরি। ইছপরে পাইলো যেন জোলেখা সোন্দরী॥

জুস—উত্তাপ, গরম সেক। ফা. জূশ্‌ ঃ জোশ দ্রষ্টব্য। তু ঃ কবি ষষ্ঠীবর ঃ নেতায় জুস দেয় অনল জ্বালিয়া। বিপুলায় জুস দেয় মুখের ফাঁপ দিয়া॥

জুহরি—জহর দ্রষ্টব্য।

জেওর—জেয়র দ্রষ্টব্য।

জেজিয়া, জেজেয়া—জিজিয়া দ্রষ্টব্য।

জেদ—জিদ দ্রষ্টব্য।

জেনাজা—জানাজা দ্রষ্টব্য।

জেনানা—জননা দ্রষ্টব্য।

জেন্দা— জিন্দা দ্রষ্টব্য।

জেন্নাৎ—জন্নাৎ দ্রষ্টব্য।

জেফৎ—জিয়াফৎ দ্রষ্টব্য।

জেব—জামার পকেট। আ. জৈব্‌। তু ঃ পূ. গীতিকা, ৩ ঃ কি দিব কি দিব বলি ভাবিতে লাগিল। জেবে হাত দিয়া এক গা টাকা প্রিয়ার হাতে দিল।

জেবর, জেয়র, জেওর—অলঙ্কার, গহনা। ফা. জ.ীব্‌র্। -আৎ—অলঙ্কার পত্র। আ. -আৎ—বহু বচনের চিহ্ন। তু ঃ ঢোঁ. চ. মানস ঃ ধুবনীর ভারি ইচ্ছে ঢোঁড়াইকে চাঁদির জেবর দেয়—কোনো দিনতো কিছু দেয় নি। পু ঃ পূ. গীতিকা, ৪ ঃ কি করিব সোনার জেয়র বুকে আমার ঘাও। মনের দুঃখ না বুঝিলা আমার বাপ আর মাও॥ অথবা, লায়লা মজনু (ম. খাতের) ঃ জেওর পোষাক পিন্ধ খুসি হয়ে মন। আজ তোর শুভ সাদী করগো সাজন॥ আবার, রাজসিংহ ঃ তৎপশ্চাৎ তোষাখানা—এলবাস পোষাকের, জেওরাতের হুড়াহুড়ি ছড়াছড়ি।

জেয়াদা—জিয়াদা দ্রষ্টব্য।

জেয়ারৎ—জিয়ারৎ দ্রষ্টব্য।

জের—অবশিষ্ট, (কর্তৃত্ব-) অধীন, পরিণাম, অনুবৃত্তি। ফা. জ.ীর্। -এ আন্দাজা জেরেন্দাজা—আনুমানিক। ফা. জীরে অন্দাজ.হ, আন্দাজ দ্রষ্টব্য। তু ঃ অন্নদামঙ্গল ঃ হুকুম শাহনশাহী, আর কিছু নাহি চাহি, —জের হইল নিমকহারাম। পু ঃ দেবী চৌধুরাণী ঃ তাহাতে বাকী খাজনা কিছুই পরিশোধ হইল না, দেনার জের চলিল। অথবা, অপসরণ ঃ ফেউডাল যুগের জের। আবার, চি. প. সমাজ চিত্র ঃ জেরান্দাজা খরিদ।

জেরবার—বিপন্ন, ক্লান্ত, জর্জরিত। ফা. জীর্-বার্। তু ঃ আরোগ্য-নিকেতন ঃ মতি ঠিক বলেছে—জেরবার হয়ে পড়েছে বুড়ী। পু ঃ যোগাযোগ ঃ আর ক্রমাগত ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে তার পাতা কেড়ে নিয়ে গাছটাকে জেরবার করে দিয়েছে। অথবা, চি. প. স. চিত্র ঃ জেয়াদা দাবিতে নালিশ করিয়া জেরবার করিতেছে। আবার, বা. প্রবাদ ঃ চাকা যত জেরবার, তত তার শোরশার।

জেরা—পুনরায় জিজ্ঞাসা। আ. জর্হঃ—আঘাত। তু ঃ অপসরণ ঃ তিনিও জেরা করেন নি।

জেলা—জিলা দ্রষ্টব্য।

জেলেদ—(পুস্তকের) খণ্ড। আ. জিল্‌দ্। তুঃ কাছাছোল আম্বিয়া (আমিরুদ্দিন) ঃ মুনশি রেজাউল্লা নামে বড় কবিকার। পহেলা জেলেদ কেচ্ছা সায়েরি তাহার॥

জেল্লা—জিল দ্রষ্টব্য।

জেহাদ, জিহাদ—ধর্মযুদ্ধ, (সত্যের জন্য) প্রচেষ্টা। আ. জিহাদ। তুঃ ইসলাম প্রসঙ্গে ঃ কুফরি-বুদ্ধির নিরসন করে, আমাদের বাঁচা-বাড়ার স্বার্থ—তাকে

তার জীবন ও বুদ্ধিতে জ্যোতিস্মান করে তোলা—এই হচ্ছে আমাদের বাস্তব জেহাদ। পুঃ চাচা কাহিনী ঃ এ রকম ধারা মসলার বিরুদ্ধে জেহাদ।

জেহালৎ—মূর্খতা। আ. জিহালৎ। তুঃ মুসলমান শিক্ষা সমাচার, ভাদ্র ১৩০৭ (নাছিরুদ্দিন আহম্মদ) ঃ এসলাম সমাজ মাঝে যত রোগ বিরজিছে, তার মাঝে মূর্খতা প্রধান। এলেম বিস্তার করি জেহালৎ পরিহরি, সাধ সবে জাতীয় কল্যাণ॥

জোয়ান—জুআন দ্রষ্টব্য।

জোবেহ—জবাই দ্রষ্টব্য।

জোব্বা, জুব্বা—লম্বা জামা, ওভার-কোট। আ. জুব্বহ। তুঃ জহুরা নামা (ম. খাতের) ঃ ছেরে কালা জুব্বা গলে, মুখে আল্লা আল্লা বলে, —আসা-ঝাণ্ডা সামনে গাড়িয়া। পু. রবীন্দ্র, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র ঃ সাদা রেশমের চাপকান, সাদা রেশমের জোব্বা।

জোর—শক্তি, প্রভাব, অত্যাচার। ফা. জ্ৰ্র্। —আওর, -আয়র—শক্তি-শালী। ফা. -আব্‌র্। -দস্তি,-জবর -জুলুম—অত্যাচার ঃ জবর জুলুম ও দস্তি দ্রষ্টব্য। তুঃ জ্ঞানদাস, পদাবলী ঃ বরিহা কপোত, জোরে জোরে নাচত,—চীতক নিজ পরথাব। পুঃ জামাই বারিক ঃ এখন জোর যার মুল্লুক তার। অথবা, গোবিন্দ দাস, করচা ঃ ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলে অরে জুয়াচোর। কপট সন্ন্যাসী সেজে করিতেছ জোর॥ আবার, মৈ. গীতিকা ঃ ভাত খাইতে নড়ে দন্ত সান্নিকের জোরে। ভূমিতলে পড়ে দাঁত কন্যার ঠোকরে॥ বা, রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর ঃ উল্লুক ভল্লুক মেড়া, সেয়াগোস ভেঁস গড়া,—জোরায়র জানোয়ার ঢের। পুঃ বা. প্রবাদ ঃ এতদিন ছিল না খোঁজ-খবর। ভাগের বেলা এসে জোর-জবর॥

জোরাবতী—অত্যাচার। ফা. জ্‌র্-আব্‌রী ঃ জোর বা জোর-আওর দ্রষ্টব্য। তুঃ নীলদর্পণ ঃ জোর জোরাবতী কদিন চলে।

জোলা—(মুসলমান) তাঁতী। ফা. জুলাহ্। তুঃ হরিরাম, চণ্ডীকাব্য ঃ কেহ করে জোলাবৃত্ত, কাপড় বুনয়ে নিত্য, —বেচাকেনা করয়ে নগরে।

জোলাপ—জুলাপ দ্রষ্টব্য।

জোলেখা—জুলেখা দ্রষ্টব্য।

জোশ—ঝোল, ক্বাথ। ফা. জ্‌শ্ ঃ জুস ও আবজোশ দ্রষ্টব্য।

জোহর—দ্বিপ্রহরের পরবর্তী সময়, ঐ সময়কার প্রার্থনা। আ. জুহ্‌র্। তুঃ লোকমান আলী ঃ ফজরে আদম হএ, ইব্রাহিম জোহর। আছর ইউনুছ ইছা মগরিব ধর॥

জৌবুরুৎ, জব্রুৎ—পরমসত্তা। আ. জুব্রুৎ। তুঃ গোর্খ-বিজয় ঃ চক্ষুত কমলের মধ্যে কালা আছে রয়ে। যৌবুরুৎ কমলের কথা গুরু দিচ্ছেন কয়ে॥ পুঃ বাউল গান ঃ দেখবি যদি সোনার মানুষ দেখসে তোরা আয়। নাছুত, লাহুত, মালকুত, জবরুত-তত্ত্ব জানগে চারজনায়॥

জৌলশ জৌলুশ—জলুস দ্রষ্টব্য।

॥ গ্রন্থনির্দেশ ॥

[পূর্ব-পত্রিকায় উল্লিখিত গ্রন্থাদি ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।]

অন্নদাশঙ্কর রায়, ইশারা
অবধূত, মিড় গমক মূর্ছনা
অমৃতলাল বসু, একাকার, বৌমা
আমীরুদ্দীন, কাছাছোল আম্বিয়া
আশাপূর্ণা দেবী, অভিযাত্রী
কাজি আব্দুল ওদুদ, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান
কৃষ্ণরাম দাস, রাধিকামঙ্গল, শীতলা মঙ্গল
গোবিন্দ দাস, করচা
গোবিন্দ দাস, বিদ্যাসুন্দর
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নাগিনী কন্যার কাহিনী, রসকলি
নজরুল ইসলাম, ব্যথার দান

তার জীবন ও বৃদ্ধিতে জ্যোতিস্মান করে তোলা--এই হচ্ছে আমাদের বাস্তব জেহাদ। পুঃ চাচা কাহিনী ঃ এ রকম ধারা মসলার বিরুদ্ধে জেহাদ।

জেহালৎ—মূর্খতা। আ. জিহালৎ। তুঃ মুসলমান শিক্ষা সমাচার, ভাদ্র ১৩০৭ (নাছিরুদ্দিন আহম্মদ) ঃ এসলাম সমাজ মাঝে যত রোগ বিরজিছে, তার মাঝে মূর্খতা প্রধান। এলেম বিস্তার করি জেহালৎ পরিহরি, সাধ সবে জাতীয় কল্যাণ॥

জোয়ান—জুআন দ্রষ্টব্য।

জোবেহ—জবাই দ্রষ্টব্য।

জোব্বা, জুব্বা—লম্বা জামা, ওভার-কোট। আ. জুব্বহ। তুঃ জহুরা নামা (ম. খাতের) ঃ ছেরে কালা জুব্বা গলে, মুখে আল্লা আল্লা বলে, —আসা-ঝাণ্ডা সামনে গাড়িয়া। পু. রবীন্দ্র, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র ঃ সাদা রেশমের চাপকান, সাদা রেশমের জোব্বা।

জোর—শক্তি, প্রভাব, অত্যাচার। ফা· জ়ূর্। —আওর, -আয়র—শক্তি-শালী। ফা. -আবর্। -দস্তি,-জবর -জুলুম—অত্যাচার ঃ জবর জুলুম ও দস্তি দ্রষ্টব্য। তুঃ জ্ঞানদাস, পদাবলী ঃ বরিহা কপোত, জোরে জোরে নাচত,—চীতক নিজ পরথাব। পুঃ জামাই বারিক ঃ এখন জোর যার মুল্লুক তার। অথবা, গোবিন্দ দাস, করচা ঃ ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলে অরে জুয়াচোর। কপট সন্ন্যাসী সেজে করিতেছ জোর॥ আবার, মৈ. গীতিকা ঃ ভাত খাইতে নড়ে দন্ত সান্নিকের জোরে। ভূমিতলে পড়ে দাঁত কন্যার ঠোকরে॥ বা, রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর ঃ উল্লুক ভল্লুক মেড়া, সেয়াগোস ভেঁস গড়া,—জোরায়র জানোয়ার ঢের। পুঃ বা· প্রবাদ ঃ এতদিন ছিল না খোঁজ-খবর। ভাগের বেলা এসে জোর-জবর॥

জোরাবতী—অত্যাচার। ফা· জ়ূর্-আব্রী ঃ জোর বা জোর-আওর দ্রষ্টব্য। তুঃ নীলদর্পণ ঃ জোর জোরাবতী কদিন চলে।

জোলা—(মুসলমান) তাঁতী। ফা· জুলাহ্। তুঃ হরিরাম, চণ্ডীকাব্য ঃ কেহ করে জোলাবৃত্ত, কাপড় বুনয়ে নিত্য, —বেচাকেনা করয়ে নগরে।

জোলাপ—জুলাপ দ্রষ্টব্য।

জোলেখা—জুলেখা দ্রষ্টব্য।

জোশ—ঝোল, ক্বাথ। ফা· জুশ্ ঃ জুস ও আবজোশ দ্রষ্টব্য।

জোহর—দ্বিপ্রহরের পরবর্তী সময়, ঐ সময়কার প্রার্থনা। আ. জুহর্। তুঃ লোকমান আলী ঃ ফজরে আদম হও, ইব্রাহিম জোহর। আছর ইউনুছ ইছা মগরিব ধর॥

জৌবুরুৎ, জব্রুৎ—পরমসত্তা। আ. জুব্রূৎ। তুঃ গোর্খ-বিজয় ঃ চক্ষুত কমলের মধ্যে কালা আছে রয়ে। যৌবুরুৎ কমলের কথা গুরু দিচ্ছেন কয়ে॥ পুঃ বাউল গান ঃ দেখবি যদি সোনার মানুষ দেখসে তোরা আয়। নাছুত, লাহুত, মালকুত, জবরুত-তত্ত্ব জানগে চারজনায়॥

জৌলশ জৌলুশ—জলুস দ্রষ্টব্য।

॥ **গ্রন্থনির্দেশ** ॥

[পূর্ব-পত্রিকায় উল্লিখিত গ্রন্থাদি ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।]

অন্নদাশঙ্কর রায়, ইশারা
অবধূত, মিড় গমক মূর্ছনা
অমৃতলাল বসু, একাকার, বৌমা
আমীরুদ্দীন, কাছাছোল আম্বিয়া
আশাপূর্ণা দেবী, অভিযাত্রী
কাজি আবদুল ওদুদ, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান
কৃষ্ণরাম দাস, রাধিকামঙ্গল, শীতলা মঙ্গল
গোবিন্দ দাস, করচা
গোবিন্দ দাস, বিদ্যাসুন্দর
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নাগিনী কন্যার কাহিনী, রসকলি
নজরুল ইসলাম, ব্যথার দান

নরসিংহ বসু, ধর্মরাজের গীত
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মেঘরাগ
পঞ্চানন দাস, মজনুর কবিতা
প্রবোধেন্দু নাথ ঠাকুর, দশকুমার রচিত
ফকীর মহাম্মদ, মানিক পীরের গীত
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গদ্য-পদ্য, মৃণালিনী, রজনী, লোকরহস্য
বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছোট গল্প
বিমল মিত্র, কড়ি দিয়ে কিনলাম
ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নববিবি বিলাস
ভবানী দাস, গোপীচন্দ্রের পাঁচালী
ভারতচন্দ্র, সত্যনারায়ণের ব্রতকথা
ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
মাধব, দ্বিজ, মঙ্গলচণ্ডীর গীত
মুক্তারাম সেন, সারদামঙ্গল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, কালান্তর, খেয়া, গল্পসল্প, চিরকুমার সভা, নৌকাডুবি, পঞ্চভূত, প্রায়শ্চিত্ত, বলাকা, রাজাপ্রজা, শদতত্ত্ব, শান্তিনিকেতন, শারদোৎসব, শিশু ভোলানাথ
রেজাউল করিম, সাধক দারাশিকোহ
লোচন দাস, শ্রীচৈতন্য মঙ্গল
শিবরাম চক্রবর্তী, যত হাসি ততই মজা
শিবায়ন (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)
সুবোধ ঘোষ, ছোট গল্প
সৈয়দ হামজা, আমীর হামজা
হরিরাম, দ্বিজ, চণ্ডীকাব্য
হাসান হাফিজুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্য
হুসন আলী মুন্সী, প্রেমসতী